বিসর্জন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

3713.
19.5.42.

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২১০, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

2. III. 40.

বিসর্জন

548 M
5. 8. 40.
Birbhum
BENGAL LIBRARY
Registered
5 AUG

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

N8.940.24.

বিসর্জন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

3713.
19.5.42.

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২১০, কর্নওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীকিশোরীমোহন সাঁতরা
বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগ, ২১০, কর্নওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৭
কাব্যগ্রন্থাবলী-সংস্করণ—আশ্বিন, ১৩০৩
দ্বিতীয় সংস্করণ—আষাঢ়, ১৩০৬
তৃতীয় (বিশ্বভারতী) সংস্করণ—১৩৩৩
চতুর্থ সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮
পঞ্চম সংস্করণ—বৈশাখ, ১৩৪১
ষষ্ঠ সংস্করণ—চৈত্র, ১৩৪৬

মূল্য বারো আনা

মুদ্রাকর—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

ISS. No. 9540. 24.

উৎসর্গ

শ্রীমান সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রাণাধিকেষু

তোরি হাতে বাঁধা খাতা তারি শ-খানেক পাতা
অক্ষরেতে ফেলিয়াছি ঢেকে,
মস্তিষ্ক-কোটরবাসী চিন্তা-কীট রাশি রাশি
পদচিহ্ন গেছে যেন রেখে।
প্রবাসে প্রত্যহ তোরে হৃদয়ে স্মরণ ক'রে
লিখিয়াছি নির্জন প্রভাতে,
মনে করি অবশেষে শেষ হোলে ফিরে দেশে
জন্মদিনে দিব তোর হাতে।

বর্ণনাটা করি শোন্,— একা আমি গৃহ-কোণ,
কাগজ-পত্তর ছড়াছড়ি,
দশ দিকে বইগুলি, সঞ্চয় করিছে ধূলি,
আলস্যে যেতেছে গড়াগড়ি,
শয্যাহীন খাটখানা এক পাশে দেয় থানা
প্রকাশিয়া কাঠের পাঁজর ;
তারি 'পরে অবিচারে যাহা-তাহা ভারে ভারে

চেয়ে দেখি জানালায় খালখানা শুষ্কপ্রায়
মাঝে মাঝে বেধে আছে জল,
এক ধারে রাশ রাশ অর্ধমগ্ন দীর্ঘ বাঁশ
তারি 'পরে বালকের দল।
ধরে মাছ মারে ঢেলা সারাদিন করে খেলা
উভচর মানব-শাবক।
মেয়েরা মাজিছে গাত্র অথবা কাঁসার পাত্র
সোনার মতন ঝক ঝক।

উত্তরে যেতেছে দেখা পড়েছে পথের রেখা
শুষ্ক সেই জলপথমাঝে,
বহু কষ্টে ডাক ছাড়ি চলেছে গোরুর গাড়ি
ঝিনি ঝিনি ঘণ্টা তারি বাজে।
কেহ দ্রুত কেহ ধীরে কেহ যায় নতশিরে,
কেহ যায় বুক ফুলাইয়া,
কেহ জীর্ণ টাট্টু চড়ি চলিয়াছে তড়বড়ি
দুই ধারে দু-পা দুলাইয়া।

পরপারে গায়ে গায় অভ্রভেদী মহাকায়
স্তব্ধচ্ছায় বট-অশ্বত্থেরা,
স্নিগ্ধ বন-অঙ্কে তারি সুপ্তপ্রায় সারি সারি
কুঁড়েগুলি বেড়া দিয়ে ঘেরা।

বিহঙ্গে মানবে মিলি আছে হেথা নিরিবিলি
ঘনশ্যাম পল্লবের ঘর ;
সন্ধ্যাবেলা হোথা হতে ভেসে আসে বায়ুস্রোতে
গ্রামের বিচিত্র গীত-স্বর।

পূর্ব প্রান্তে বনশিরে সূর্যোদয় ধীরে ধীরে,
চারি দিকে পাখির কূজন ;
শঙ্খঘণ্টা ক্ষণপরে দূর মন্দিরের ঘরে
প্রচারিছে শিবের পূজন।
যে প্রত্যূষে মধু-মাছি বাহিরায় মধু যাচি
কুসুম-কুঞ্জের দ্বারে দ্বারে,
সেই ভোরবেলা আমি মানস-কুহরে নামি
আয়োজন করি লিখিবারে।
লিখিতে লিখিতে মাঝে পাখি-গান কানে বাজে
মনে আনে কাল পুরাতন ;
ওই গান, ওই ছবি, তরুশিরে রাঙা রবি
ওরা প্রকৃতির নিত্য ধন।
আদি কবি বাল্মীকিরে এই সমীরণ ধীরে
ভক্তিভরে করিছে বীজন,
ওই মায়াচিত্রবৎ তরুলতা, ছায়াপথ,
ছিল তাঁর পুণ্য তপোবন।

রাজধানী কলিকাতা তুলেছে স্পর্ধিত মাথা

কাষ্ঠ লোষ্ট্র চারি দিক ; বর্তমান আধুনিক
আড়ষ্ট হইয়া যেন আছে।
"আজ" "কাল" দুটি ভাই মরিতেছে জন্মিয়াই,
কলরব করিতেছে কত।
নিশিদিন ধূলি পড়ে দিতেছে আচ্ছন্ন ক'রে
চিরসত্য আছে যেথা যত।

জীবনের হানাহানি, প্রাণ নিয়ে টানাটানি,
মত নিয়ে বাক্য-বরিষন,
বিদ্যা নিয়ে রাতারাতি পুঁথির প্রাচীর গাঁথি
প্রকৃতির গণ্ডী বিরচন,
কেবলি নূতনে আশ, সৌন্দর্যেতে অবিশ্বাস,
উন্মাদনা চাহি দিন রাত,
সে-সকল ভুলে গিয়ে কোণে বসে খাতা নিয়ে
মহানন্দে কাটিছে প্রভাত।

দক্ষিণের বারান্দায় বেড়াই মুগ্ধের প্রায়
অপরাহ্নে পড়ে তরুচ্ছায়া,
কল্পনার ধনগুলি হৃদয়-দোলায় দুলি
প্রতিক্ষণে লভিতেছে কায়া।
সেবি' বাহিরের বায়ু বাড়ে তাহাদের আয়ু
ভোগ করে চাঁদের অমিয়,
ভেদ করি' মোর প্রাণ জীবন করিয়া পান
হইতেছে জীবনের প্রিয়।

এত তারা জেগে আছে   নিশিদিন কাছে কাছে
এত কথা কয় শত স্বরে,
তাহাদের তুলনায়   আর সবে ছায়াপ্রায়
আসে যায় নয়নের 'পরে।
আজ সব হোলো সারা,   বিদায় লয়েছে তারা
নূতন বেঁধেছে ঘরবাড়ি,
এখন স্বাধীন বলে   বাহিরে এসেছে চলে
অন্তরের পিতৃগৃহ ছাড়ি।

তাই এত দিন পরে   আজি নিজমূর্তি ধরে
প্রবাসের বিরহ-বেদনা,
তোদের কাছেতে যেতে   তোদিকে নিকটে পেতে
জাগিতেছে একান্ত বাসনা।
সম্মুখে দাঁড়াব যবে   "কী এনেছ" বলি সবে
যদ্যপি শুধাস হাসিমুখ,
খাতাখানি বের ক'রে   বলিব "এ পাতা ভরে
আনিয়াছি প্রবাসের সুখ।"

এই ছবি মনে আসে   টেবিলের চারি পাশে
গুটি-কত চৌকি টেনে আনি,
শুধু জন দুই তিন   ঊর্ধ্বে জ্বলে কেরোসিন;
কেদারায় বসি ঠাকুরানী।
দক্ষিণের দ্বার দিয়ে,   বায়ু আসে গান নিয়ে,

খাতা হাতে সুর ক'রে অবাধে যেতেছি প'ড়ে
কেহ নাই করিবারে টীকা।
ঘণ্টা বাজে, বাড়ে রাত ফুরায় ব'য়ের পাত
বাহিরে নিস্তব্ধ চারিধার ;
তোদের নয়নে জল ক'রে আসে ছলছল
শুনিয়া কাহিনী করুণার।
তাই দেখে শুতে যাই আনন্দের শেষ নাই,
কাটে রাত্রি স্বপ্ন-রচনায়,
মনে মনে প্রাণ ভরি অমরতা লাভ করি
নীরব সে সমালোচনায়।

তার পরে দিনকত কেটে যায় এই মতো
তার পরে ছাপাবার পালা।
মুদ্রাযন্ত্র হতে শেষে বাহিরায় ভদ্রবেশে,
তার পরে মহা ঝালাপালা।
রক্তমাংস-গন্ধ পেয়ে ক্রিটিকেরা আসে ধেয়ে
চারিদিকে করে কাড়াকাড়ি,
কেহ বলে, "ড্রামাটিক বলা নাহি যায় ঠিক
লিরিকের বড়ো বাড়াবাড়ি।"

শির নাড়ি কেহ কহে "সব সুদ্ধ মন্দ নহে,
ভালো হোত আরো ভালো হোলে।"
কেহ বলে "আয়ুহীন বাঁচিবে দু-চারি দিন,

কেহ বলে "এ বহিটা লাগিতে পারিত মিঠা
হোত যদি অন্য কোনোরূপ।"
যার মনে যাহা লয় সকলেই কথা কয়
আমি শুধু বসে আছি চুপ।

লয়ে নাম লয়ে জাতি বিদ্বানের মাতামাতি
ও সকল আনিসনে কানে।
আইনের লৌহ-ছাঁচে কবিতা কভু না বাঁচে
প্রাণ শুধু পায় তাহা প্রাণে।
হাসিমুখে স্নেহভরে সঁপিলাম তোর করে
বুঝিয়া পড়িবি অনুরাগে।
কে বোঝে কে নাই বোঝে ভাবুক তা নাহি খোঁজে
ভালো যার লাগে তার লাগে।

নাটকের পাত্রগণ

গোবিন্দমাণিক্য	ত্রিপুরার রাজা
নক্ষত্র রায়	গোবিন্দমাণিক্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা
রঘুপতি	রাজপুরোহিত
জয়সিংহ	রঘুপতির পালিত রাজপুত যুবক
	রাজমন্দিরের সেবক
চাঁদপাল	দেওয়ান
নয়ন রায়	সেনাপতি
ধ্রুব	রাজপালিত বালক
মন্ত্রী	
পৌরগণ	

গুণবতী	মহিষী
অপর্ণা	ভিখারিনী

বিসর্জন

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মন্দির

গুণবতী

গুণবতী। মা'র কাছে কী করেছি দোষ। ভিখারী যে
সন্তান বিক্রয় করে উদরের দায়ে
তারে দাও শিশু—পাপিষ্ঠা যে লোকলাজে
সন্তানেরে বধ করে, তার গর্ভে দাও
পাঠাইয়া অসহায় জীব। আমি হেথা
সোনার পালঙ্কে মহারানী, শত শত
দাস দাসী সৈন্য প্রজা লয়ে, বসে আছি
তপ্তবক্ষে শুধু এক শিশুর পরশ
লালসিয়া, আপনার প্রাণের ভিতরে
আরেকটি প্রাণাধিক প্রাণ করিবারে
অনুভব ;—এই বক্ষ, এই বাহু দুটি,
এই কোল, এই দৃষ্টি দিয়ে, বিরচিতে
[illegible]

প্রাণকণিকার তরে। হেরিবে আমারে
একটি নূতন আঁখি প্রথম আলোকে,
ফুটিবে আমারি কোলে কথাহীন মুখে
অকারণ আনন্দের প্রথম হাসিটি।
কুমারজননী মাতঃ, কোন্ পাপে মোরে
করিলি বঞ্চিত মাতৃস্বর্গ হতে।

রঘুপতির প্রবেশ

প্রভু,
চিরদিন মা'র পূজা করি। জেনে শুনে
কিছু তো করি নি দোষ। পুণ্যের শরীর
মোর স্বামী মহাদেবসম—তবে কোন্
দোষ দেখে আমারে করিল মহামায়া
নিঃসন্তানশ্মশানচারিণী।

রঘুপতি। মা'র খেলা
কে বুঝিতে পারে বলো। পাষাণ-তনয়া
ইচ্ছাময়ী,—সুখ দুঃখ তাঁরি ইচ্ছা। ধৈর্য
ধরো। এবার তোমার নামে মা'র পূজা
হবে। প্রসন্ন হইবে শ্যামা।

গুণবতী। এ-বৎসর
পূজার বলির পশু আমি নিজে দিব।
করিনু মানৎ, মা যদি সন্তান দেন
বর্ষে বর্ষে দিব তাঁরে এক শো মহিষ,
তিন শত ছাগ।

রঘুপতি। পূজার সময় হোলো।

উভয়ের প্রস্থান

গোবিন্দমাণিক্য, অপর্ণা ও জয়সিংহের প্রবেশ

জয়সিংহ। কী আদেশ মহারাজ।

গোবিন্দমাণিক্য। ক্ষুদ্র ছাগশিশু
দরিদ্র এ বালিকার স্নেহের পুত্তলি,
তারে নাকি কেড়ে আনিয়াছ মা'র কাছে
বলি দিতে। এ দান কি নেবেন জননী
প্রসন্ন দক্ষিণ হস্তে।

জয়সিংহ। কেমনে জানিব,
মহারাজ, কোথা হতে অনুচরগণ
আনে পশু দেবীর পূজার তরে।—হাঁ গা,
কেন তুমি কাঁদিতেছ। আপনি নিয়েছে
যারে বিশ্বমাতা, তার তরে ক্রন্দন কি
শোভা পায়।

অপর্ণা। কে তোমার বিশ্বমাতা। মোর
শিশু চিনিবে না তারে। মা-হারা শাবক
জানে না সে আপন মায়েরে। আমি যদি
বেলা করে আসি, খায় না সে তৃণদল,
ডেকে ডেকে চায় পথপানে—কোলে করে
নিয়ে তারে, ভিক্ষা-অন্ন কয় জনে ভাগ
করে খাই। আমি তার মাতা।

জয়সিংহ। মহারাজ,
আপনার প্রাণ-অংশ দিয়ে, যদি তারে
বাঁচাইতে পারিতাম দিতাম বাঁচায়ে।
মা তাহারে নিয়েছেন—আমি তারে আর

অপর্ণা। মা তাহারে নিয়েছেন ?
মিছে কথা। রাক্ষসী নিয়েছে তারে।
জয়সিংহ। ছি ছি।
ও কথা এনো না মুখে।
অপর্ণা। মা, তুমি নিয়েছ
কেড়ে দরিদ্রের ধন! রাজা যদি চুরি
করে, শুনিয়াছি নাকি, আছে জগতের
রাজা—তুমি যদি চুরি করো, কে তোমার
করিবে বিচার। মহারাজ বলো তুমি—
গোবিন্দমাণিক্য। বৎসে, আমি বাক্যহীন,—এত ব্যথা কেন,
এত রক্ত কেন, কে বলিয়া দিবে মোরে।
অপর্ণা। এই যে সোপান বেয়ে রক্তচিহ্ন দেখি
এ কি তারি রক্ত। ওরে বাছনি আমার।
মরি মরি, মোরে ডেকে কেঁদেছিল কত,
চেয়েছিল চারিদিকে ব্যাকুল নয়নে
কম্পিত কাতর বক্ষে, মোর প্রাণ কেন
যেথা ছিল সেথা হতে ছুটিয়া এল না।
জয়সিংহ। (প্রতিমার প্রতি)
আজন্ম পূজিনু তোরে তবু তোর মায়া
বুঝিতে পারি নে। করুণায় কাঁদে প্রাণ
মানবের,—দয়া নাই বিশ্বজননীর!
অপর্ণা। (জয়সিংহের প্রতি)
তুমি তো নিষ্ঠুর নহ—আঁখি-প্রান্তে তব
অশ্রু ঝরে মোর দুখে! তবে এসো তুমি,

এ মন্দির ছেড়ে এসো। তবে ক্ষমো মোরে,
মিথ্যা আমি অপরাধী করেছি তোমায়।

জয়সিংহ। (প্রতিমার প্রতি)
তোমার মন্দিরে এ কী নূতন সংগীত
ধ্বনিয়া উঠিল আজি হে গিরিনন্দিনী,
করুণাকাতর কণ্ঠস্বরে। ভক্ত-হৃদি
অপরূপ বেদনায় উঠিল ব্যাকুলি।
—হে শোভনে, কোথা যাব এ মন্দির ছেড়ে।
কোথায় আশ্রয় আছে।

গোবিন্দমাণিক্য। (জনান্তিক হইতে) যেথা আছে প্রেম। [প্রস্থান

জয়সিংহ। কোথা আছে প্রেম।
অয়ি ভদ্রে, এসো তুমি
আমার কুটিরে। অতিথিরে দেবীরূপে
আজিকে করিব পূজা করিয়াছি পণ। [উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজসভা

সভাসদ্‌গণ

রাজা, রঘুপতি ও নক্ষত্র রায়ের প্রবেশ

সকলে। (উঠিয়া) জয় হোক মহারাজ।

রঘুপতি। রাজার ভাণ্ডারে

গোবিন্দমাণিক্য। মন্দিরেতে জীব-বলি এ-বৎসর হতে
হইল নিষেধ।

নয়ন রায়। বলি নিষেধ!

মন্ত্রী। নিষেধ!

নক্ষত্র রায়। তাই তো! বলি নিষেধ!

রঘুপতি। এ কি স্বপ্নে শুনি।

গোবিন্দমাণিক্য। স্বপ্ন নহে প্রভু। এতদিন স্বপ্নে ছিনু,
আজ জাগরণ। বালিকার মূর্তি ধ'রে
স্বয়ং জননী মোর বলে গিয়েছেন
জীবরক্ত সহে না তাঁহার।

রঘুপতি। এতদিন
সহিল কী করে। সহস্র বৎসর ধরে
রক্ত করেছেন পান, আজি এ অরুচি?

গোবিন্দমাণিক্য। করেন নি পান। মুখ ফিরাতেন দেবী
করিতে শোণিতপাত তোমরা যখন।

রঘুপতি। মহারাজ, কী করিছ ভালো করে ভেবে
দেখো। শাস্ত্রবিধি তোমার অধীন নহে।

গোবিন্দমাণিক্য। সকল শাস্ত্রের বড়ো দেবীর আদেশ।

রঘুপতি। একে ভ্রান্তি, তাহে অহংকার। অজ্ঞ নর,
তুমি শুধু শুনিয়াছ দেবীর আদেশ,
আমি শুনি নাই?

নক্ষত্র রায়। তাই তো, কী বলো মন্ত্রী,
এ বড়ো আশ্চর্য। ঠাকুর শোনেন নাই?

গোবিন্দমাণিক্য। দেবী-আজ্ঞা নিত্যকাল ধ্বনিছে জগতে।

সেই তো বধিরতম যে-জন সে-বাণী
শুনেও শুনে না।

রঘুপতি। পাষণ্ড, নাস্তিক তুমি!

গোবিন্দমাণিক্য। ঠাকুর, সময় নষ্ট হয়। যাও এবে
মন্দিরের কাজে। প্রচার করিয়া দিয়ো
পথে যেতে যেতে, আমার ত্রিপুর-রাজ্যে
যে করিবে জীবহত্যা জীবজননীর
পূজাচ্ছলে, তারে দিব নির্বাসন দণ্ড।

রঘুপতি। এই কি হইল স্থির।

গোবিন্দমাণিক্য। স্থির এই।

রঘুপতি। (উঠিয়া) তবে
উচ্ছন্ন! উচ্ছন্ন যাও।

চাঁদপাল। (ছুটিয়া আসিয়া) হাঁ হাঁ। থামো। থামো।

গোবিন্দ। বোসো চাঁদপাল। ঠাকুর বলিয়া যাও।
মনোব্যথা লঘু করে যাও নিজ কাজে।

রঘুপতি। তুমি কি ভেবেছ মনে ত্রিপুর-ঈশ্বরী
ত্রিপুরার প্রজা। প্রচারিবে তাঁর 'পরে
তোমার নিয়ম? হরণ করিবে তাঁর
বলি? হেন সাধ্য নাই তব। আমি আছি
মায়ের সেবক।

[প্রস্থান

নয়ন রায়। ক্ষমা করো অধীনের
স্পর্ধা মহারাজ। কোন্ অধিকারে, প্রভু,
জননীর বলি—

মন্ত্রী। মহারাজ, একেবারে করেছ কি স্থির।
আজ্ঞা আর ফিরিবে না?

গোবিন্দমাণিক্য। আর নহে মন্ত্রী;
বিলম্ব উচিত নহে বিনাশ করিতে
পাপ।

মন্ত্রী। পাপের কি এত পরমায়ু হবে।
কত শত বর্ষ ধরে যে প্রাচীন প্রথা
দেবতা-চরণতলে বৃদ্ধ হয়ে এল
সে কি পাপ হতে পারে!

রাজার নিরুত্তরে চিন্তা

নক্ষত্র রায়। তাই তো হে মন্ত্রী,
সে কি পাপ হতে পারে!

মন্ত্রী। পিতামহগণ
এসেছে পালন করে যত্নে ভক্তিভরে
সনাতন রীতি। তাঁহাদের অপমান
তা'র অপমানে।

রাজার চিন্তা

নয়ন রায়। ভেবে দেখো মহারাজ,
যুগে যুগে যে পেয়েছে শত সহস্রের
ভক্তির সম্মতি, তাহারে করিতে নাশ
তোমার কী আছে অধিকার।

গোবিন্দমাণিক্য। (সনিশ্বাসে) থাক্ তর্ক।
যাও মন্ত্রী, আদেশ প্রচার করো গিয়ে
আজ হতে বন্ধ বলিদান।

মন্ত্রী। এ কী হোলো।

নক্ষত্র রায়। তাই তো হে মন্ত্রী, এ কী হোলো। শুনেছিনু
মগের মন্দিরে বলি নেই, অবশেষে,—
মগেতে হিন্দুতে ভেদ রহিল না কিছু।
কী বলো হে চাঁদপাল, তুমি কেন চুপ।

চাঁদপাল। ভীরু আমি ক্ষুদ্র প্রাণী, বুদ্ধি কিছু কম,
না বুঝে পালন করি রাজার আদেশ।

তৃতীয় দৃশ্য

মন্দির

জয়সিংহ

জয়সিংহ। মাগো, শুধু তুই আর আমি। এ মন্দিরে
সারাদিন আর কেহ নাই। সারা দীর্ঘ
দিন। মাঝে মাঝে কে আমারে ডাকে যেন।
তোর কাছে থেকে তবু একা মনে হয়।

নেপথ্যে গান

আমি একলা চলেছি এ ভবে—
আমায় পথের সন্ধান কে ক'বে।

জয়সিংহ। মাগো, এ কী মায়া। দেবতারে প্রাণ দেয়
মানবের প্রাণ। এইমাত্র ছিলে তুমি
নির্বাক নিশ্চল—উঠিলে জীবন্ত হয়ে,

গান গাহিতে গাহিতে অপর্ণার প্রবেশ

আমি একলা চলেছি এ ভবে,
আমায় পথের সন্ধান কে ক'বে।
ভয় নেই, ভয় নেই,
যাও আপন মনেই,
যেমন একলা মধুপ ধেয়ে যায়
কেবল ফুলের সৌরভে।

জয়সিংহ। কেবলি একেলা! দক্ষিণ বাতাস যদি
বন্ধ হয়ে যায়, ফুলের সৌরভ যদি
নাহি আসে, দশদিক জেগে উঠে যদি
দশটি সন্দেহ সম, তখন কোথায়
সুখ, কোথা পথ। জানো কি একেলা কারে
বলে।

অপর্ণা। জানি। যবে বসে আছি ভরা মনে
দিতে চাই নিতে কেহ নাই।

জয়সিংহ। সৃজনের
আগে দেবতা যেমন একা। তাই বটে।
তাই বটে। মনে হয় এ জীবন বড়ো
বেশি আছে,—যত বড়ো তত শূন্য, তত
আবশ্যকহীন।

অপর্ণা। জয়সিংহ, তুমি বুঝি
একা। তাই দেখিয়াছি, কাঙাল যে জন
তাহারো কাঙাল তুমি। যে তোমার সব

ভ্রমিতেছ দীনদুঃখী সকলের দ্বারে।
এতদিন ভিক্ষা মেগে ফিরিতেছি—কত
লোক দেখি, কত মুখপানে চাই, লোকে
ভাবে শুধু বুঝি ভিক্ষা-তরে,—দূর হতে
দেয় তাই মুষ্টিভিক্ষা ক্ষুদ্র দয়াভরে ;
এত দয়া পাই নে কোথাও—যাহা পেয়ে
আপনার দৈন্য আর মনে নাহি পড়ে।

জয়সিংহ। যথার্থ যে দাতা, আপনি নামিয়া আসে
দানরূপে দরিদ্রের পানে, ভূমিতলে।
যেমন আকাশ হতে বৃষ্টিরূপে মেঘ
নেমে আসে মরুভূমে—দেবী নেমে আসে
মানবী হইয়া, যারে ভালোবাসি তার
মুখে। দরিদ্র ও দাতা, দেবতা মানব
সমান হইয়া যায়।
ওই আসিছেন
মোর গুরুদেব।

অপর্ণা। আমি তবে সরে যাই
অন্তরালে। ব্রাহ্মণেরে বড়ো ভয় করি।
কী কঠিন তীব্রদৃষ্টি। কঠিন ললাট
পাষাণ সোপান যেন দেবীমন্দিরের।

[অপর্ণার প্রস্থা

জয়সিংহ। কঠিন? কঠিন বটে। বিধাতার মতো।

রঘুপতির প্রবেশ

জয়সিংহ। (পা ধুইবার জল প্রভৃতি অগ্রসর করিয়া)
গুরুদেব।

রঘুপতি। যাও, যাও।

জয়সিংহ। আনিয়াছি জল।

রঘুপতি। থাক্, রেখে দাও জল।

জয়সিংহ। বসন।

রঘুপতি। কে চাহে
বসন।

জয়সিংহ। অপরাধ করেছি কি।

রঘুপতি। আবার!
কে নিয়েছে অপরাধ তব।
ঘোর কলি
এসেছে ঘনায়ে! বাহুবল রাহুসম
ব্রহ্মতেজ গ্রাসিবারে চায়—সিংহাসন
তোলে শির যজ্ঞবেদী 'পরে। হায়, হায়,
কলির দেবতা তোমরাও চাটুকর
সভাসদ্‌সম, নতশিরে রাজ-আজ্ঞা
বহিতেছ? চতুর্ভুজা, চারি হস্ত আছ
জোড় করি। বৈকুণ্ঠ কি আবার নিয়েছে
কেড়ে দৈত্যগণ। গিয়েছে দেবতা যত
রসাতলে? শুধু দানবে মানবে মিলে
বিশ্বের রাজত্ব দর্পে করিতেছে ভোগ?

ব্রাহ্মণের রোষযজ্ঞে দণ্ড সিংহাসন
হবিকাষ্ঠ হবে।
(জয়সিংহের নিকট গিয়া সস্নেহে) বৎস, আজ করিয়াছি
রুক্ষ আচরণ তোমা 'পরে, চিত্ত বড়ো
ক্ষুব্ধ মোর।

জয়সিংহ। কী হয়েছে প্রভু।

রঘুপতি। কী হয়েছে ?
শুধাও অপমানিত ত্রিপুরেশ্বরীরে।
এই মুখে কেমনে বলিব কী হয়েছে।

জয়সিংহ। কে করেছে অপমান।

রঘুপতি। গোবিন্দমাণিক্য।

জয়সিংহ। গোবিন্দমাণিক্য ? প্রভু, কারে অপমান ?

রঘুপতি। কারে ? তুমি, আমি, সর্বশাস্ত্র, সর্বদেশ,
সর্বকাল, সর্বদেশকাল-অধিষ্ঠাত্রী
মহাকালী, সকলেরে করে অপমান
ক্ষুদ্র সিংহাসনে বসি'। মা'র পূজা বলি
নিষেধিল স্পর্ধাভরে।

জয়সিংহ। গোবিন্দমাণিক্য !

রঘুপতি। হাঁগো, হাঁ, তোমার রাজা গোবিন্দমাণিক্য !
তোমার সকল-শ্রেষ্ঠ—তোমার প্রাণের
অধীশ্বর ! অকৃতজ্ঞ ! পালন করিনু
এত যত্নে স্নেহে তোরে শিশুকাল হতে,
আমা চেয়ে প্রিয়তর আজ তোর কাছে
গোবিন্দমাণিক্য ?

জয়সিংহ। প্রভু, পিতৃকোলে বসি'

আকাশে বাড়ায় হাত ক্ষুদ্র মুগ্ধ শিশু
পূর্ণচন্দ্রপানে—দেব, তুমি পিতা মোর,
পূর্ণশশী মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য।
কিন্তু এ কী বকিতেছি। কী কথা শুনিনু।
মায়ের পূজার বলি নিষেধ করেছে
রাজা? এ আদেশ কে মানিবে।

রঘুপতি। না মানিলে
নির্বাসন।

জয়সিংহ। মাতৃপূজাহীন রাজ্য হতে
নির্বাসন দণ্ড নহে। এ প্রাণ থাকিতে
অসম্পূর্ণ নাহি রবে জননীর পূজা।

চতুর্থ দৃশ্য

অন্তঃপুর

গুণবতী ও পরিচারিকা

গুণবতী। কী বলিস। মন্দিরের দুয়ার হইতে
রানীর পূজার বলি ফিরায়ে দিয়াছে?
এক দেহে কত মুণ্ড আছে তার। কে সে
দুরদৃষ্ট।

পরিচারিকা। বলিতে সাহস নাহি মানি—

গুণবতী। বলিতে সাহস নাহি? এ কথা বলিলি
কী সাহসে। আমা চেয়ে কারে তোর ভয়।

পরিচারিকা। ক্ষমা করো।

গুণবতী। কাল সন্ধ্যাবেলা ছিল রানীর

কাল সন্ধ্যেবেলা বন্দিগণ করে গেছে
স্তব, বিপ্রগণ ক'রে গেছে আশীর্বাদ,
ভৃত্যগণ করজোড়ে আজ্ঞা লয়ে গেছে,
এক রাত্রে উলটিল সকল নিয়ম ?
দেবী পাইল না পূজা, রানীর মহিমা
অবনত ? ত্রিপুরা কি স্বপ্নরাজ্য ছিল।
ত্বরা করে ডেকে আন্ ব্রাহ্মণ ঠাকুরে।

[পরিচারিকার প্রস্থান

গোবিন্দমাণিক্যের প্রবেশ

গুণবতী। মহারাজ, শুনিতেছি মা'র দ্বার হতে
আমার পূজার বলি ফিরায়ে দিয়েছে।

গোবিন্দমাণিক্য। জানি তাহা।

গুণবতী। জানো তুমি ? নিষেধ করো নি
তবু ? জ্ঞাতসারে মহিষীর অপমান !

গোবিন্দমাণিক্য। তারে ক্ষমা করো প্রিয়ে।

গুণবতী। দয়ার শরীর
তব, কিন্তু মহারাজ, এ তো দয়া নয়,
এ শুধু কাপুরুষতা। দয়ায় দুর্বল
তুমি, নিজ হাতে দণ্ড দিতে নাহি পারো
যদি, আমি দণ্ড দিব। বলো মোরে কে সে
অপরাধী।

গোবিন্দমাণিক্য। দেবী, আমি। অপরাধ আর
কিছু নহে, তোমারে দিয়েছি ব্যথা এই
অপরাধ।

গুণবতী। কী বলিছ মহারাজ।

গোবিন্দমাণিক্য। আজ
হতে দেবতার নামে জীবরক্তপাত
আমার ত্রিপুর-রাজ্যে হয়েছে নিষেধ।

গুণবতী। কাহার নিষেধ।

গোবিন্দমাণিক্য। জননীর।

গুণবতী। কে শুনেছে।

গোবিন্দমাণিক্য। আমি।

গুণবতী। তুমি? মহারাজ, শুনে হাসি আসে।
রাজদ্বারে এসেছেন ভুবন-ঈশ্বরী
জানাইতে আবেদন!

গোবিন্দমাণিক্য। হেসো না মহিষী।
জননী আপনি এসে সন্তানের প্রাণে
বেদনা জানায়েছেন, আবেদন নহে।

গুণবতী। কথা রেখে দাও মহারাজ। মন্দিরের
বাহিরে তোমার রাজ্য। যেথা তব আজ্ঞা
নাহি চলে, সেথা আজ্ঞা নাহি দিয়ো।

গোবিন্দমাণিক্য। মা'র
আজ্ঞা, মোর আজ্ঞা নহে।

গুণবতী। কেমনে জানিলে।

গোবিন্দমাণিক্য। ক্ষীণ দীপালোকে গৃহকোণে থেকে যায়
অন্ধকার; সব পারে, আপনার ছায়া
কিছুতে ঘুচাতে নারে দীপ। মানবের
বুদ্ধি দীপসম, যত আলো করে দান

হতে নামে যবে জ্ঞান, নিমেষে সংশয়
টুটে। আমার হৃদয়ে সংশয় কিছুই
নাই।

গুণবতী। শুনিয়াছি আপনার পাপপুণ্য
আপনার কাছে। তুমি থাকো আপনার
অসংশয় নিয়ে—আমার দুয়ার ছাড়ো,
আমার পূজার বলি আমি নিয়ে যাই
আমার মায়ের কাছে।

গোবিন্দমাণিক্য। দেবী, জননীর
আজ্ঞা পারি না লঙ্ঘিতে।

গুণবতী। আমিও পারি না।
মা'র কাছে আছি প্রতিশ্রুত। সেই মতো
যথাশাস্ত্র যথাবিধি পূজিব তাঁহারে,
যাও, তুমি যাও।

গোবিন্দমাণিক্য। যে আদেশ মহারানী।

[প্রস্থান

রঘুপতির প্রবেশ

গুণবতী। ঠাকুর, আমার পূজা ফিরায়ে দিয়েছে
মাতৃদ্বার হতে।

রঘুপতি। মহারানী, মা'র পূজা
ফিরে গেছে, নহে সে তোমার। উঞ্ছবৃত্ত
দরিদ্রের ভিক্ষালব্ধ পূজা, রাজেন্দ্রাণী,
তোমার পূজার চেয়ে ন্যূন নহে। কিন্তু
এই বড়ো সর্বনাশ, মা'র পূজা ফিরে

গেছে। এই বড়ো সর্বনাশ, রাজদর্প
ক্রমে স্ফীত হয়ে করিতেছে অতিক্রম
পৃথিবীর রাজত্বের সীমা—বসিয়াছে
দেবতার দ্বার রোধ করি—জননীর
ভক্তদের প্রতি দুই আঁখি রাঙাইয়া।

গুণবতী। কী হবে ঠাকুর।

রঘুপতি। জানেন তা মহামায়া।
এই শুধু জানি—যে সিংহাসনের ছায়া
পড়েছে মায়ের দ্বারে—ফুৎকারে ফাটিবে
সেই দম্ভমঞ্চখানি জলবিম্বসম।
যুগে যুগে রাজপিতাপিতামহ মিলে
ঊর্ধ্বপানে তুলিয়াছে যে-রাজমহিমা
অভ্রভেদী করে, মুহূর্তে হইয়া যাবে
ধূলিসাৎ বজ্রদীর্ণ দগ্ধ ঝঞ্ঝাহত।

গুণবতী। রক্ষা করো, রক্ষা করো প্রভু।

রঘুপতি। হা, হা, আমি
রক্ষা করিব তোমারে! যে প্রবল রাজা
স্বর্গেমর্ত্যে প্রচারিছে আপন শাসন
তুমি তাঁরি রানী। দেব-ব্রাহ্মণেরে যিনি—
ধিক্, ধিক্, শত বার। ধিক্ লক্ষ বার।
কলির ব্রাহ্মণে ধিক্। ব্রহ্মশাপ কোথা।
ব্যর্থ ব্রহ্মতেজ শুধু বক্ষে আপনার
আহত বৃশ্চিক সম আপনি দংশিছে।
মিথ্যা ব্রহ্ম-আড়ম্বর।

[পৈতা ছিঁড়িতে উদ্যত

গুণবতী কী করো কী করো

দেব। রাখো, রাখো, দয়া করো নির্দোষীরে।

রঘুপতি। ফিরায়ে দে ব্রাহ্মণের অধিকার।

গুণবতী। দিব।

যাও প্রভু, পূজা করো মন্দিরেতে গিয়ে,

হবে নাকো পূজার ব্যাঘাত।

রঘুপতি। যে আদেশ

রাজ-অধীশ্বরী। দেবতা কৃতার্থ হোলো

তোমারি আদেশবলে, ফিরে পেল পুন

ব্রাহ্মণ আপন তেজ। ধন্য তোমরাই,

যত দিন নাহি জাগে কল্কি-অবতার। [প্রস্থান

গোবিন্দমাণিক্যের পুনঃ প্রবেশ

গোবিন্দমাণিক্য। অপ্রসন্ন প্রেয়সীর মুখ, বিশ্বমাঝে

সব আলো সব সুখ লুপ্ত করে রাখে।

উন্মনা উৎসুক চিত্তে ফিরে ফিরে আসি।

গুণবতী। যাও, যাও, এসো না এ গৃহে। অভিশাপ

আনিয়ো না হেথা।

গোবিন্দমাণিক্য। প্রিয়তমে, প্রেমে করে

অভিশাপ নাশ, দয়া করে অকল্যাণ

দূর। সতীর হৃদয় হতে প্রেম গেলে

পতিগৃহে লাগে অভিশাপ। যাই তবে

দেবী।

গুণবতী। যাও। ফিরে আর দেখায়ো না মুখ।

গোবিন্দমাণিক্য। স্মরণ করিবে যবে, আবার আসিব। [প্রস্থানোন্মুখ

গুণবতী। (পায়ে পড়িয়া) ক্ষমা করো, ক্ষমা করো নাথ। এতই কি
হয়েছ নিষ্ঠুর, রমণীর অভিমান
ঠেলে চলে যাবে ? জানো না কি প্রিয়তম,
ব্যর্থ প্রেম দেখা দেয় রোষের ধরিয়া
ছদ্মবেশ। ভালো, আপনার অভিমানে
আপনি করিনু অপমান—ক্ষমা করো।

গোবিন্দমাণিক্য। প্রিয়তমে, তোমা 'পরে টুটিলে বিশ্বাস
সেই দণ্ডে টুটিত জীবনবন্ধ। জানি
প্রিয়ে, মেঘ ক্ষণিকের, চিরদিবসের
সূর্য।

গুণবতী। মেঘ ক্ষণিকের। এ মেঘ কাটিয়া
যাবে, বিধির উদ্যত বজ্র ফিরে যাবে,
চিরদিবসের সূর্য উঠিবে আবার
চিরদিবসের প্রথা জাগায়ে জগতে,
অভয় পাইবে সর্বলোক—ভুলে যাবে
দু-দণ্ডের দুঃস্বপন। সেই আজ্ঞা করো।
ব্রাহ্মণ ফিরিয়া পাক্ নিজ অধিকার,
দেবী নিজ পূজা, রাজদণ্ড ফিরে যাক
নিজ অপ্রমত্ত মর্ত্য অধিকার মাঝে।

গোবিন্দমাণিক্য। ধর্মহানি ব্রাহ্মণের নহে অধিকার।
অসহায় জীবরক্ত নহে জননীর
পূজা। দেবতার আজ্ঞা পালন করিতে
রাজা বিপ্র সকলেরি আছে অধিকার।

গুণবতী। ভিক্ষা, ভিক্ষা চাই। একান্ত মিনতি করি
চরণে তোমার প্রভু। চিরাগত প্রথা

চিরপ্রবাহিত মুক্ত সমীরণসম,
নহে তা রাজার ধন,—তাও জোড়করে
সমস্ত প্রজার নামে ভিক্ষা মাগিতেছে
মহিষী তোমার। প্রেমের দোহাই মানো
প্রিয়তম। বিধাতাও করিবেন ক্ষমা
প্রেম-আকর্ষণবশে কর্ত্তব্যের ত্রুটি।

গোবিন্দমাণিক্য। এই কি উচিত মহারানী। নীচ স্বার্থ,
নিষ্ঠুর ক্ষমতাদর্প, অন্ধ অজ্ঞানতা,
চিররক্তপানে স্ফীত হিংস্র বৃদ্ধ প্রথা,
সহস্র শত্রুর সাথে একা যুদ্ধ করি;
শ্রান্তদেহে আসি গৃহে নারীচিত্ত হতে
অমৃত করিতে পান; সেথাও কি নাই
দয়া-সুধা। গৃহমাঝে পুণ্য প্রেম বহে,
তারো সাথে মিশিয়াছে রক্তধারা? এত
রক্তস্রোত কোন্ দৈত্য দিয়াছে খুলিয়া।
ভক্তিতে প্রেমেতে রক্ত মাখামাখি হয়,
ক্রূর হিংসা দয়াময়ী রমণীর প্রাণে
দিয়ে যায় শোণিতের ছাপ। এ শোণিত
তবু করিব না রোধ?

গুণবতী। (মুখ ঢাকিয়া) যাও, যাও তুমি।

গোবিন্দমাণিক্য। হায় মহারানী, কর্ত্তব্য কঠিন হয়
তোমরা ফিরালে মুখ। [প্রস্থান

গুণবতী। (কাঁদিয়া উঠিয়া) ওরে অভাগিনী
এত দিন এ কী ভ্রান্তি পুষেছিলি মনে।

এত অনুরোধ, এত অনুনয়, এত
অভিমান। ধিক, কী সোহাগে পুত্রহীনা
পতিরে জানায় অভিমান। ছাই হোক
অভিমান তোর। ছাই এ কপাল। ছাই
মহিষী-গরব। আর নহে প্রেমখেলা,
সোহাগ-ক্রন্দন। বুঝিয়াছি আপনার
স্থান—হয় ধূলিতলে নতশির—নয়
ঊর্ধ্বফণা ভুজঙ্গিনী আপনার তেজে।

পঞ্চম দৃশ্য

মন্দির

এক দল লোকের প্রবেশ

নেপাল। কোথায় হে, তোমাদের তিন শো পাঁঠা, এক শো এক মোষ। একটা টিকটিকির ছেঁড়া নেজটুকু পর্যন্ত দেখবার জো নেই। বাজনাবাদ্যি গেল কোথায়, সব যে হাঁ হাঁ করছে। খরচপত্র করে পুজো দেখতে এলুম, আচ্ছা শাস্তি হয়েছে।

গণেশ। দেখ্ মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে অমন করে বলিস নে। মা পাঁঠা পায় নি, এবার জেগে উঠে তোদের এক-একটাকে ধরে ধরে মুখে পূরবে।

সেই ও-বছর, যখন ব্রত সাঙ্গ করে রানীমা পুজো দিয়েছিল, তখন কি তোদের পায়ে কাঁটা ফুটেছিল। তখন একবার দেখে যেতে পারো নি? রক্তে যে গোমতী রাঙা হয়ে গিয়েছিল। আর অলুক্ষুণে বেটারা এসেছিস, আর মায়ের খোরাক পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল। তোদের এক-একটাকে ধরে মার কাছে নিবেদন করে দিলে মনের খেদ মেটে।

কানু। আর ভাই, মিছে রাগ করিস। আমাদের কি আর বলবার মুখ আছে। তাহলে কি আর দাঁড়িয়ে ওর কথা শুনি।

হারু। তা যা বলিস ভাই, অল্পতেই আমার রাগ হয় সে-কথা সত্যি। সেদিন ও-ব্যক্তি শালা পর্যন্ত উঠেছিল তার বেশি যদি একটা কথা বল্‌ত, কিংবা আমার গায়ে হাত দিত, মাইরি বলছি, তাহলে আমি—

নেপাল। তা চল্ না দেখি, কার হাড়ে কত শক্তি আছে।

হারু। তা আয় না। জানিস, এখানকার দফাদার আমার মামাতো ভাই হয়!

নেপাল। তা নিয়ে আয়—তোর মামাকে সুদ্ধ নিয়ে আয়, তোর দফাদারের দফা নিকেশ করে দিই।

হারু। তোমরা সকলেই শুনলে।

গণেশ ও কানু। আর দূর কর্ ভাই, ঘরে চল্। আজ আর কিছুতে গা লাগছে না। এখন তোদের তামাশা তুলে রাখ্।

হারু। এ কি তামাশা হোলো। আমার মামাকে নিয়ে তামাশা! আমাদের দফাদারের আপনার বাবাকে নিয়ে—

গণেশ ও কানু। আরু রেখে দে। তোর আপনার বাবাকে নিয়ে তুই [illegible]পিসি মর। [[illegible]

রঘুপতি, নয়ন রায় ও জয়সিংহের প্রবেশ

রঘুপতি। মা'র 'পরে ভক্তি নাই তব ?

নয়ন রায়। হেন কথা
কার সাধ্য বলে। ভক্তবংশে জন্ম মোর।

রঘুপতি। সাধু, সাধু। তবে তুমি মায়ের সেবক,
আমাদেরি লোক।

নয়ন রায়। প্রভু, মাতৃভক্ত যাঁরা
আমি তাঁহাদেরি দাস।

রঘুপতি। সাধু। ভক্তি তব
হউক অক্ষয়। ভক্তি তব বাহুমাঝে
করুক সঞ্চার অতি দুর্জয় শকতি।
ভক্তি তব তরবারি করুক শাণিত,
বজ্রসম দিক তাহে তেজ। ভক্তি তব
হৃদয়েতে করুক বসতি, পদমান
সকলের উচ্চে।

নয়ন রায়। ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ
ব্যর্থ হইবে না।

রঘুপতি। শুন তবে সেনাপতি,
তোমার সকল বল করো একত্রিত
মা'র কাজে। নাশ করো মাতৃবিদ্রোহীরে।

নয়ন রায়। যে আদেশ প্রভু। কে আছে মায়ের শত্রু ?

রঘুপতি। গোবিন্দমাণিক্য।

রঘুপতি। লয়ে তব সৈন্যদল, আক্রমণ করো
তারে।

নয়ন রায়। ধিক পাপ-পরামর্শ। প্রভু, এ কী
পরীক্ষা আমারে।

রঘুপতি। পরীক্ষাই বটে। কার
ভৃত্য তুমি, এবার পরীক্ষা হবে তার।
ছাড়ো চিন্তা, ছাড়ো দ্বিধা, কাল নাহি আর,
ত্রিপুরেশ্বরীর আজ্ঞা হতেছে ধ্বনিত
প্রলয়ের শৃঙ্গসম—ছিন্ন হয়ে গেছে
আজি সকল বন্ধন।

নয়ন রায়। নাই চিন্তা, নাই
কোনো দ্বিধা। যে পদে রেখেছে দেবী, আমি
তাহে রয়েছি অটল।

রঘুপতি। সাধু।

নয়ন রায়। এত আমি
নরাধম জননীর সেবকের মাঝে,
মোর 'পরে হেন আজ্ঞা কেন। আমি হব
বিশ্বাসঘাতক? আপনি দাঁড়ায়ে আছে
বিশ্বমাতা—হৃদয়ের বিশ্বাসের 'পরে,
সেই তাঁর অটল আসন, আপনি তা
ভাঙিতে বলিবে দেবী আপনার মুখে?
তাহা হোলে আজ যাবে রাজা, কাল দেবী,
মনুষ্যত্ব ভেঙে প'ড়ে যাবে, জীর্ণ ভিত্তি
অট্টালিকা সম।

রঘুপতি। ধন্য বটে তুমি। কিন্তু এ কী ভ্রান্তি তব।
যে-রাজা বিশ্বাসঘাতী জননীর কাছে,
তার সাথে বিশ্বাসের বন্ধন কোথায়।

নয়ন রায়। কী হইবে মিছে তর্কে। বুদ্ধির বিপাকে
চাহি না পড়িতে। আমি জানি এক পথ
আছে—সেই পথ বিশ্বাসের পথ। সেই
সিধে পথ বেয়ে চিরদিন চলে যাবে
অবোধ অধম ভৃত্য এ নয়ন রায়। [প্রস্থান

জয়সিংহ। চিন্তা কেন দেব। এমনি বিশ্বাস-বলে
মোরাও করিব কাজ। কারে ভয় প্রভু।
সৈন্য-বলে কোন্ কাজ। অস্ত্র কোন্ ছার।
যার 'পরে রয়েছে যে ভার, বল তার
আছে সে কাজের। করিবই মা'র পূজা
যদি সত্য মায়ের সেবক হই মোরা।
চলো প্রভু,—বাজাই মায়ের ডঙ্কা, ডেকে
আনি পুরবাসিগণে। মন্দিরের দ্বার
খুলে দিই।
ওরে আয় তোরা, আয়, আয়,
অভয়ার পূজা হবে—নির্ভয়ে আয় রে
তোরা মায়ের সন্তান। আয় পুরবাসী।

[জয়সিহ ও রঘুপতির প্রস্থান

পুরবাসিগণের প্রবেশ

অক্রূর। ওরে আয় রে আয়।

সকলে। জয় মা।

ভৈরোঁ—একতালা

উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে
আমরা নৃত্য করি সঙ্গে।
দশদিক্ আঁধার করে মাতিল দিগবসনা,
জ্বলে বহ্নিশিখা রাঙা-রসনা,
দেখে মরিবারে ধাইছে পতঙ্গে।
কালো কেশ উড়িল আকাশে,
রবি সোম লুকাল তরাসে।
রাঙা রক্তধারা ঝরে কালো অঙ্গে,
ত্রিভুবন কাঁপে ভুরুভঙ্গে।

সকলে। জয় মা।

গণেশ। আর ভয় নেই।

কানু। ওবে সেই দক্ষিণদ'র মানুষগুলো এখন গেল কোথায়।

গণেশ। মায়ের ঐশ্বর্য বেটাদের সইল না। তারা ভেগেছে।

হারু। কেবল মায়ের ঐশ্বর্য নয়, আমি তাদের এমনি শাসিয়ে দিয়েছি, তারা আর এ-মুখো হবে না। বুঝলে অক্রূরদা, আমার মামাতো ভাই দফাদারের নাম করবামাত্র তাদের মুখ চুন হয়ে গেল।

অক্রূর। আমাদের নিতাই সেদিন তাদের খুব কড়া কড়া দুটো কথা শুনিয়ে দিয়েছিল। ওই যার ছুঁচপানা মুখ সেই বেটা তেড়ে উত্তর দিতে এসেছিল; আমাদের নিতাই বললে, "ওরে তোরা দক্ষিণ-দেশে থাকিস, তোরা উত্তরের কী জানিস। উত্তর দিতে এসেছিস, উত্তরের জানিস কী।" শুনে আমরা হেসে কে কার গায়ে পড়ি।

গণেশ। ইদিকে ঐ ভালোমানুষ কিন্তু নিতাইয়ের সঙ্গে কথায় আঁটবার জো নেই।

কানু। শোনো এক বার কথা শোনো। নিতাই আবার তোর পিসে হোলো কবে।

হারু। তোমরা আমার সকল কথাই ধরতে আরম্ভ করেছ। আচ্ছা, পিসে নয়তো পিসে নয়। তাতে তোমার সুখটা কী হোলো। আমার হোলো না বলে কি তোমারি পিসে হোলো।

রঘুপতি ও জয়সিংহের প্রবেশ

রঘুপতি। শুনলেম সৈন্য আসছে। জয়সিংহ অস্ত্র নিয়ে তুমি এখানে দাঁড়াও। তোরা আয়, তোরা এইখানে দাঁড়া। মন্দিরের দ্বার আগলাতে হবে। আমি তোদের অস্ত্র এনে দিচ্ছি।

গণেশ। অস্ত্র কেন ঠাকুর।

রঘুপতি। মায়ের পুজো বন্ধ করবার জন্য রাজার সৈন্য আসছে।

হারু। সৈন্য আসছে! প্রভু, তবে আমরা প্রণাম হই।

কানু। আমরা ক-জনা, সৈন্য এলে কী করতে পারব।

হারু। করতে সবই পারি—কিন্তু সৈন্য এলে এখানে জায়গা হবে কোথায়। লড়াই তো পরের কথা, এখানে দাঁড়াব কোন্‌খানে।

অক্রূর। তোরা কথা রেখে দে। দেখছিস নে, প্রভু রাগে কাঁপছেন। তা ঠাকুর অনুমতি করেন তো আমাদের দলবল সমস্ত ডেকে নিয়ে আসি।

হারু। সেই ভালো। অমনি আমার মামাতো ভাইকে ডেকে আনি। কিন্তু আর একটুও বিলম্ব করা উচিত নয়।

[সকলের প্রস্থানোদ্যম

রঘুপতি। (সরোষে) দাঁড়া তোরা।

জয়সিংহ। (করজোড়ে) যেতে দাও প্রভু—প্রাণভয়ে ভীত এরা
বুদ্ধিহীন—আগে হতে রয়েছে মরিয়া।

সহস্র সৈন্যের বল। অস্ত্র থাক্ পড়ে।
ভীরুদের যেতে দাও।

রঘুপতি। (স্বগত) সে-কাল গিয়েছে।
অস্ত্র চাই, অস্ত্র চাই—শুধু ভক্তি নয়।
(প্রকাশ্যে) জয়সিংহ, তবে বলি আনো, করি পূজা।

বাহিরে বাদ্যোদ্যম

জয়সিংহ। সৈন্য নহে প্রভু, আসিছে রানীর পূজা।

রানীর অনুচর ও পুরবাসিগণের প্রবেশ

সকলে। ওরে ভয় নেই—সৈন্য কোথায়। মার পূজা আসছে।

হারু। আমরা আছি খবর পেয়েছে, সৈন্যেরা শীঘ্র এ-দিকে আসছে না।

কানু। ঠাকুর, রানীমা পুজো পাঠিয়েছেন।

রঘুপতি। জয়সিংহ, শীঘ্র পূজার আয়োজন করো।

[জয়সিংহের প্রস্থান

পুরবাসিগণের নৃত্যগীত

গোবিন্দমাণিক্যের প্রবেশ

গোবিন্দমাণিক্য। চলে যাও হেথা হতে—নিয়ে যাও বলি।
রঘুপতি, শোনো নাই আদেশ আমার ?

রঘুপতি। শুনি নাই।

গোবিন্দমাণিক্য। তবে তুমি এ রাজ্যের নহ।

রঘুপতি। নহি আমি। আমি আছি যেথা, সেথা এলে
রাজদণ্ড খসে যায় রাজহস্ত হতে

মুকুট ধুলায় পড়ে লুটে। কে আছিস,
আন্ মার পূজা।

বাদ্যোদ্যম

গোবিন্দমাণিক্য। চুপ কর্। (অনুচরের প্রতি) কোথা আছে
সেনাপতি ডেকে আনো। হায় রঘুপতি,
অবশেষে সৈন্য দিয়ে ঘিরিতে হইল
ধর্ম। লজ্জা হয় ডাকিতে সৈনিকদল,
বাহুবল দুর্বলতা করায় স্মরণ।

রঘুপতি। অবিশ্বাসী, সত্যই কি হয়েছে ধারণা
কলিযুগে ব্রহ্মতেজ গেছে—তাই এত
দুঃসাহস? যায় নাই। যে দীপ্ত অনল
জ্বলিছে অন্তরে, সে তোমার সিংহাসনে
নিশ্চয় লাগিবে। নতুবা এ মনানলে
ছাই করে পুড়াইব সব শাস্ত্র, সব
ব্রহ্মগর্ব, সমস্ত তেত্রিশ কোটি মিথ্যা।
আজ নহে মহারাজ রাজ-অধিরাজ
এই দিন মনে কোরো আর এক দিন।

নয়ন রায় ও চাঁদপালের প্রবেশ

গোবিন্দমাণিক্য। (নয়নের প্রতি)
সৈন্য লয়ে থাকো হেথা নিষেধ করিতে
জীববলি।

নয়ন রায়। ক্ষমা করো অধম কিংকরে।
অক্ষম রাজার ভৃত্য দেবতা-মন্দিরে।
যত দূর যেতে পারে রাজার প্রতাপ

চাঁদপাল। থামো সেনাপতি,
দীপশিখা থাকে এক ঠাঁই, দীপালোক
যায় বহুদূরে। রাজ-ইচ্ছা যেথা যাবে
সেথা যাব মোরা।

গোবিন্দমাণিক্য। সেনাপতি, মোর আজ্ঞা
তোমার বিচারাধীন নহে। ধর্মাধর্ম
লাভক্ষতি রহিল আমার, কার্য শুধু
তব হাতে।

নয়ন রায়। এ-কথা হৃদয় নাহি মানে।
মহারাজ ভৃত্য বটে, তবুও মানুষ
আমি। আছে বুদ্ধি, আছে ধর্ম, আছ প্রভু,
আছেন দেবতা।

গোবিন্দমাণিক্য। তবে ফেলো অস্ত্র তব।
চাঁদপাল, তুমি হোলে সেনাপতি, দুই
পদ রহিল তোমার। সাবধানে সৈন্য
লয়ে মন্দির করিবে রক্ষা।

চাঁদপাল। যে আদেশ
মহারাজ।

গোবিন্দমাণিক্য। নয়ন, তোমার অস্ত্র দাও
চাঁদপালে।

নয়ন রায়। চাঁদপালে ? কেন মহারাজ।
এ অস্ত্র তোমার পূর্ব রাজপিতামহ
দিয়েছেন আমাদের পিতামহে। ফিরে
নিতে চাও যদি, তুমি লও। স্বর্গে আছ
তোমরা হে পিতৃপিতামহ, সাক্ষী থাকো

এত দিন যে-রাজবিশ্বাস পালিয়াছ
বহু যত্নে সাগ্নিকের পুণ্য অগ্নি সম,
যার ধন তারি হাতে ফিরে দিনু আজ
কলঙ্ক বিহীন।

চাঁদপাল। কথা আছে ভাই।

নয়ন রায়। ধিক।
চুপ করো। মহারাজ, বিদায় হলেম।

[প্রণামপূর্বক প্রস্থান

গোবিন্দমাণিক্য। ক্ষুদ্র স্নেহ নাই রাজকাজে। দেবতার
কার্যভার তুচ্ছ মানবের ’পরে, হায়
কী কঠিন।

রঘুপতি। এমনি করিয়া ব্রহ্মশাপ
ফলে, বিশ্বাসী হৃদয় ক্রমে দূরে যায়—
ভেঙে যায় দাঁড়াবার স্থান।

জয়সিংহের প্রবেশ

জয়সিংহ। আয়োজন
হয়েছে পূজার। প্রস্তুত রয়েছে বলি।

গোবিন্দমাণিক্য। বলি কার তরে।

জয়সিংহ। মহারাজ, তুমি হেথা!
তবে শোনো নিবেদন—একান্ত মিনতি
যুগল চরণতলে, প্রভু, ফিরে লও
তব গর্বিত আদেশ। মানব হইয়া
দাঁড়ায়ো না দেবীরে আচ্ছন্ন করি—

রঘুপতি। ধিক।
জয়সিংহ, ওঠো ওঠো। চরণে পতিত

কার কাছে ? আমি যার গুরু, এ সংসারে
এই পদতলে তার একমাত্র স্থান।
মূঢ়, ফিরে দেখ্—গুরুর চরণ ধরে
ক্ষমা ভিক্ষা কর্। রাজার আদেশ নিয়ে
করিব দেবীর পূজা,—করাল কালিকা,
এত কি হয়েছে তোর অধঃপাত। থাক্
পূজা, থাক্ বলি,—দেখিব রাজার দর্প
কতদিন থাকে। চলে এসো জয়সিংহ।

(রঘুপতি ও জয়সিংহের প্রস্থান)

গোবিন্দমাণিক্য। এ সংসারে বিনয় কোথায়। মহাদেবী,
যারা করে বিচরণ তব পদতলে
তারাও শেখেনি হায় কত ক্ষুদ্র তারা।
হরণ করিয়া লয়ে তোমার মহিমা
আপনার দেহে বহে এত অহংকার!

[প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মন্দির

রঘুপতি, জয়সিংহ ও নক্ষত্র রায়

নক্ষত্র রায়। কী জন্য ডেকেছ গুরুদেব।

রঘুপতি। কাল রাত্রে
স্বপন দিয়েছে দেবী, তুমি হবে রাজা।

নক্ষত্র রায়। আমি হব রাজা! হা, হা। বলো কী ঠাকুর।
রাজা হব? এ-কথা নূতন শোনা গেল!

রঘুপতি। তুমি রাজা হবে।

নক্ষত্র রায়। বিশ্বাস না হয় মোর।

রঘুপতি। দেবীর স্বপন সত্য। রাজটিকা পাবে
তুমি, নাহিকো সন্দেহ।

নক্ষত্র রায়। নাহিকো সন্দেহ!
কিন্তু যদি নাই পাই?

রঘুপতি। আমার কথায়
অবিশ্বাস?

নক্ষত্র রায়। অবিশ্বাস কিছুমাত্র নেই।
কিন্তু দৈবাতের কথা, যদি নাই হয়।

রঘুপতি। অন্যথা হবে না কভু।

নক্ষত্র রায়। অন্যথা হবে না?
দেখো প্রভু, কথা যেন ঠিক থাকে শেষে।
রাজা হয়ে মন্ত্রীটারে দেব দূর ক'রে।
সর্বদাই দৃষ্টি তার রয়েছে পড়িয়া
আমা 'পরে, যেন সে বাপের পিতামহ।
বড়ো ভয় করি তারে—বুঝেছ ঠাকুর,—
তোমারে করিব মন্ত্রী।

রঘুপতি। মন্ত্রিত্বের পদে
পদাঘাত করি আমি।

নক্ষত্র রায়। আচ্ছা, জয়সিংহ
মন্ত্রী হবে। কিন্তু হে ঠাকুর, সবি যদি
জানো তুমি,—বলো দেখি, কবে রাজা হব।

রঘুপতি। রাজরক্ত চান দেবী।

নক্ষত্র রায়। রাজরক্ত চান!

রঘুপতি। রাজরক্ত আগে আনো পরে রাজা হবে।

নক্ষত্র রায়। পাব কোথা।

রঘুপতি। ঘরে আছে গোবিন্দমাণিক্য
তাঁরি রক্ত চাই।

নক্ষত্র রায়। তাঁরি রক্ত চাই!

রঘুপতি। স্থির
হয়ে থাকো, জয়সিংহ, হোয়ো না চঞ্চল
—বুঝেছ কি। শোনো তবে,—গোপনে তাঁহারে
বধ ক'রে আনিবে সে তপ্ত রাজরক্ত
দেবীর চরণে।

না থাকিতে পারো, চলে যাও অন্য ঠাঁই।
—বুঝেছ নক্ষত্র রায়, দেবীর আদেশ
রাজরক্ত চাই—শ্রাবণের শেষ রাত্রে।
তোমরা রয়েছ দুই রাজভ্রাতা—জ্যেষ্ঠ
যদি অব্যাহতি পায়—তোমার শোণিত
আছে। তৃষিত হয়েছে যবে মহাকালী,
তখন সময় আর নাই বিচারের।

নক্ষত্র রায়। সর্বনাশ। হে ঠাকুর, কাজ কী রাজত্বে।
রাজরক্ত থাক্ রাজদেহে, আমি যাহা
আছি, সেই ভালো।

রঘুপতি। মুক্তি নাই, মুক্তি নাই
কিছুতেই। রাজরক্ত আনিতেই হবে।

নক্ষত্র রায়। ব'লে দাও, হে ঠাকুর, কী করিতে হবে।

রঘুপতি। প্রস্তুত হইয়া থাকো। যখন যা বলি
অবিলম্বে করিবে সাধন; কার্যসিদ্ধি
যতদিন নাহি হয়, বন্ধ রেখো মুখ।
এখন বিদায় হও।

নক্ষত্র রায়। হে মা কাত্যায়নী।

[প্রস্থান

জয়সিংহ। এ কী শুনিলাম। দয়াময়ী মাত, এ কী
কথা। তোর আজ্ঞা? ভাই দিয়ে ভ্রাতৃহত্যা?
বিশ্বের জননী! গুরুদেব! হেন আজ্ঞা
মাতৃ-আজ্ঞা ব'লে করিলে প্রচার!

রঘুপতি। আর
কী উপায় আছে বলো।

জয়সিংহ। উপায়? কিসের
উপায় প্রভু। হা ধিক। জননী, তোমার
হস্তে খড়্গ নাই? রোষে তব বজ্রানল
নাহি চণ্ডী? তব ইচ্ছা উপায় খুঁজিছে,
খুঁড়িছে সুরঙ্গপথ চোরের মতন
রসাতলগামী? এ কী পাপ।

রঘুপতি। পাপপুণ্য
তুমি কী-বা জানো।

জয়সিংহ। শিখেছি তোমার কাছে।

রঘুপতি। তবে এসো বৎস, আর এক শিক্ষা দিই।
পাপপুণ্য কিছু নাই। কে বা ভ্রাতা, কে বা
আত্মপর। কে বলিল হত্যাকাণ্ড পাপ?
এ জগৎ মহা হত্যাশালা। জানো না কি
প্রত্যেক পলকপাতে লক্ষকোটি প্রাণী
চির-আঁখি মুদিতেছে। সে কাহার খেলা।
হত্যায় খচিত এই ধরণীর ধূলি।
প্রতিপদে চরণে দলিত শত কীট;
তাহারা কি জীব নহে। রক্তের অক্ষরে
অবিশ্রাম লিখিতেছে বৃদ্ধ মহাকাল
বিশ্বপত্রে জীবের ক্ষণিক ইতিহাস।
হত্যা অরণ্যের মাঝে, হত্যা লোকালয়ে,
হত্যা বিহঙ্গের নীড়ে, কীটের গহ্বরে,
অগাধ সাগর-জলে, নির্মল আকাশে,
হত্যা জীবিকার তরে, হত্যা খেলাচ্ছলে,

চলেছে নিখিল বিশ্ব হত্যার তাড়নে
ঊর্ধ্বশ্বাসে প্রাণপণে—ব্যাঘ্রের আক্রমে
মৃগসম, মুহূর্ত দাঁড়াতে নাহি পারে।
মহাকালী কালস্বরূপিণী, রয়েছেন
দাঁড়াইয়া তৃষাতীক্ষ্ণ লোলজিহ্বা মেলি,—
বিশ্বের চৌদিক বেয়ে চির রক্তধারা
ফেটে পড়িতেছে, নিষ্পেষিত দ্রাক্ষা হতে
রসের মতন অনন্ত খর্পরে তাঁর—

জয়সিংহ। থামো, থামো, থামো। মায়াবিনী, পিশাচিনী,
মাতৃহীন এ সংসারে এসেছিস তুই
মার ছদ্মবেশ ধ'রে রক্তপানলোভে?
ক্ষুধিত বিহঙ্গশিশু অরক্ষিত নীড়ে
চেয়ে থাকে মার প্রত্যাশায়, কাছে আসে
লুব্ধ কাক, ব্যগ্রকণ্ঠে অন্ধ শাবকেরা
মা মনে করিয়া তারে করে ডাকাডাকি,
হারায় কোমল প্রাণ হিংস্রচঞ্চুঘাতে,
তেমনি কি তোর ব্যবসায়। প্রেম মিথ্যা,
স্নেহ মিথ্যা, দয়া মিথ্যা, মিথ্যা আর সব,
সত্য শুধু অনাদি অনন্ত হিংসা? তবে
কেন মেঘ হতে ঝরে আশীর্বাদসম
বৃষ্টিধারা দগ্ধ ধরণীর বক্ষ 'পরে,
গ'লে আসে পাষাণ হইতে দয়াময়ী
স্রোতস্বিনী মরুমাঝে, কোটি কণ্টকের
শিরোভাগে কেন ফুল ওঠে বিকশিয়া।
ছলনা করেছ মোরে প্রভু। দেখিতেছি

মাতৃভক্তি রক্তসম হৃদয় টুটিয়া
ফেটে পড়ে কি না। আমারি হৃদয় বলি
দিলে মাতৃপদে। ঐ দেখো হাসিতেছে
মা আমার স্নেহপরিহাসবশে। বটে,
তুই রাক্ষসী পাষাণী বটে, মা আমার
রক্ত-পিয়াসিনী। নিবি মা আমার রক্ত—
ঘুচাবি সন্তানজন্ম এ জন্মের তরে,
দিব ছুরি বুকে? এই শিরা-ছেঁড়া রক্ত
বড়ো কি লাগিবে ভালো। ওরে মা আমার
রাক্ষসী পাষাণী বটে! ডাকিছ কি মোরে
গুরুদেব। ছলনা বুঝেছি আমি তব।
ভক্তহিয়া-বিদারিত এই রক্ত চাও!
দিয়াছিলে এই যে বেদনা, তারি 'পরে
জননীর স্নেহ-হস্ত পড়িয়াছে। দুঃখ
চেয়ে সুখ শত গুণ। কিন্তু রাজরক্ত!
ছি ছি, ভক্তিপিপাসিতা মাতা তাঁরে বলো
রক্তপিপাসিনী!

রঘুপতি। বন্ধ হোক বলিদান
তবে!

জয়সিংহ। হোক বন্ধ। না, না, গুরুদেব, তুমি
জানো ভালোমন্দ। সরল ভক্তির বিধি
শাস্ত্রবিধি নহে। আপন আলোকে আঁখি
দেখিতে না পায়, আলোক আকাশ হতে
আসে। প্রভু, ক্ষমা করো,ক্ষমা করো দাসে।

নিতান্ত বেদনাবশে উদ্‌ভ্রান্ত প্রলাপ।
বলো প্রভু, সত্যই কি রাজরক্ত চান
মহাদেবী।

রঘুপতি। হায় বৎস, হায়। অবশেষে
অবিশ্বাস মোর প্রতি?

জয়সিংহ। অবিশ্বাস? কভু
নহে। তোমারে ছাড়িলে বিশ্বাস আমার
দাঁড়াবে কোথায়। বাসুকির শিরশ্চ্যুত
বসুধার মতো, শূন্য হতে শূন্যে পাবে
লোপ। রাজরক্ত চায় তবে মহামায়া,
সে রক্ত আনিব আমি। দিব না ঘটিতে
ভ্রাতৃহত্যা।

রঘুপতি। দেবতার আজ্ঞা পাপ নহে।

জয়সিংহ। পুণ্য তবে, আমিই সে করিব অর্জন।

রঘুপতি। সত্য ক'রে বলি বৎস তবে। তোরে আমি
ভালবাসি প্রাণের অধিক—পালিয়াছি
শিশুকাল হতে তোরে মায়ের অধিক
স্নেহে, তোরে আমি নারিব হারাতে।

জয়সিংহ। মোর
স্নেহে ঘটিতে দিব না পাপ, অভিশাপ
আনিব না এ স্নেহের 'পরে।

রঘুপতি। ভালো ভালো
সে কথা হইবে পরে—কল্য হবে স্থির।

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

মন্দির

অপর্ণা

গান

ওগো পুরবাসী

আমি দ্বারে দাঁড়ায়ে আছি উপবাসী।

অপর্ণা জয়সিংহ, কোথা জয়সিংহ। কেহ নাই
এ মন্দিরে! তুমি কে দাঁড়ায়ে আছ হেথা
অচল মুরতি—কোনো কথা না বলিয়া
হরিতেছ জগতের সার-ধন যত!
আমরা যাহার লাগি' কাতর কাঙাল
ফিরে মরি পথে পথে, সে আপনি এসে
তব পদতলে করে আত্মসমর্পণ।
তাহে তোর কোন্ প্রয়োজন। কেন তারে
কৃপণের ধন-সম রেখে দিস পুঁতে
মন্দিরের তলে—দরিদ্র এ সংসারের
সর্ব ব্যবহার হতে করিয়া গোপন।
জয়সিংহ, এ পাষাণী কোন্ সুখ দেয়,
কোন্ কথা বলে তোমা কাছে, কোন্ চিন্তা
করে তোমা তরে—প্রাণের গোপন পাত্রে
কোন্ সান্ত্বনার সুধা চিররাত্রিদিন
রেখে দেয় করিয়া সঞ্চিত। ওরে চিত্ত

গান

ওগো পুরবাসী

আমি দ্বারে দাঁড়ায়ে আছি উপবাসী।
হেরিতেছি সুখমেলা, ঘরে ঘরে কত খেলা,
শুনিতেছি সারাবেলা সুমধুর বাঁশি।

রঘুপতির প্রবেশ

রঘুপতি। কে রে তুই এ মন্দিরে?

অপর্ণা। আমি ভিখারিনী।
জয়সিংহ কোথা।

রঘুপতি। দূর হ এখান হতে
মায়াবিনী। জয়সিংহে চাহিস কাড়িতে
দেবীর নিকট হতে, ওরে উপদেবী!

অপর্ণা। আমা হতে দেবীর কী ভয়। আমি ভয়
করি তারে, পাছে মোর সব করে গ্রাস।

[গাহিতে গাহিতে প্রস্থান

চাহি না অনেক ধন রবো না অধিকক্ষণ,
যেথা হতে আসিয়াছি সেথা যাব ভাসি'।
তোমরা আনন্দে র'বে নব নব উৎসবে
কিছু ম্লান নাহি হবে গৃহভরা হাসি।

তৃতীয় দৃশ্য

মন্দিরের সম্মুখ-পথ

জয়সিংহ

জয়সিংহ। দূর হোক চিন্তাজাল। দ্বিধা দূর হোক।
চিন্তার নরক চেয়ে কার্য ভালো, যত
ক্রূর যতই কঠোর হোক। কার্যের তো
শেষ আছে, চিন্তার সীমানা নাই কোথা,—
ধরে সে সহস্র মূর্তি পলকে পলকে
বাষ্পের মতন,—চারিদিকে যতই সে
পথ খুঁজে মরে, পথ তত লুপ্ত হয়ে
যায়। এক ভালো অনেকের চেয়ে। তুমি
সত্য, গুরুদেব, তোমারি আদেশ সত্য—
সত্যপথ তোমারি ইঙ্গিতমুখে। হত্যা
পাপ নহে, ভ্রাতৃহত্যা পাপ নহে, নহে
পাপ রাজহত্যা!—সেই সত্য, সেই সত্য।
পাপপুণ্য নাই, সেই সত্য। থাক্ চিন্তা,
থাক্ আত্মদাহ, থাক্ বিচার বিবেক।
কোথা যাও ভাই সব, মেলা আছে বুঝি
নিশিপুরে,—কুকী রমণীর নৃত্য হবে?
আমিও যেতেছি।—এ ধরায় কত সুখ
আছে—নিশ্চিন্ত আনন্দসুখে নৃত্য করে
নারীদল,—মধুর অঙ্গের রঙ্গভঙ্গ
উচ্ছ্বসিয়া উঠে চারিদিকে,—

তরঙ্গিণীসম। নিশ্চিন্ত আনন্দে সবে
ধায় চারিদিক হতে—উঠে গীতগান,
বহে হাস্যপরিহাস, ধরণীর শোভা
উজ্জ্বল মুরতি ধরে। আমিও চলিনু।

গান

আমারে কে নিবি ভাই সঁপিতে চাই আপনারে।
আমার এই মন গলিয়ে কাজ ভুলিয়ে সঙ্গে তোদের নিয়ে যা রে॥
তোরা কোন রূপের হাটে, চলেছিস ভবের বাটে,
পিছিয়ে আছি আমি আপন ভারে।
তোদের ঐ হাসি খুশি দিবানিশি
দেখে মন কেমন করে।
আমার এই বাধা টুটে নিয়ে যা লুটেপুটে,
পড়ে থাক্ মনের বোঝা ঘরের দ্বারে॥
যেমন ঐ এক নিমেষে বন্যা এসে
ভাসিয়ে নে যায় পারাবারে।
এত যে আনাগোনা, কে আছে জানাশোনা
কে আছে নাম ধ'রে মোর ডাকতে পারে।
যদি সে বারেক এসে দাঁড়ায় হেসে
চিনতে পারি দেখে তারে॥

দূরে অপর্ণার প্রবেশ

ও কী ও অপর্ণা! দূরে দাঁড়াইয়া কেন।
শুনিতেছ অবাক হইয়া, জয়সিংহ
গান গাহে? সব মিথ্যা, বৃহৎ বঞ্চনা,
তাই হাসিতেছি—তাই গাহিতেছি গান।

ওই দেখো পথ দিয়ে তাই চলিতেছে
লোক নির্ভাবনা, তাই ছোটো কথা নিয়ে
এতই কৌতুকহাসি, এত কুতূহল,
তাই এত যত্নভরে সেজেছে যুবতী।
সত্য যদি হোত, তবে হোত কি এমন।
সহজে আনন্দ এত বহিত কি হেথা।
তাহা হোলে বেদনায় বিদীর্ণ ধরায়
বিশ্বব্যাপী ব্যাকুল ক্রন্দন থেমে গিয়ে,
মূক হয়ে রহিত অনন্তকাল ধরি।
বাঁশি যদি সত্যই কাঁদিত বেদনায়—
ফেটে গিয়ে সংগীত নীরব হোত তার।
মিথ্যা ব'লে তাই এত হাসি; শ্মশানের
কোলে ব'সে খেলা, বেদনার পাশে শুয়ে
গান, হিংস্র ব্যাঘ্রিণীর খরনখতলে
চলিতেছে প্রতিদিবসের কর্মকাজ।
সত্য হোলে এমন কি হোত। হা অপর্ণা,
তুমি আমি কিছু সত্য নই, তাই জেনে
সুখী হও—বিষন্ন বিস্ময়ে মুগ্ধ আঁখি
তুলে কেন রয়েছিস চেয়ে! আয় সখি,
চিরদিন চলে যাই দুই জনে মিলে
সংসারের 'পর দিয়ে—শূন্য নভস্তলে
দুই লঘু মেঘখণ্ড সম।

রঘুপতির প্রবেশ

রঘুপতি। জয়সিংহ!

জয়সিংহ। তোমারে চিনিনে আমি। আমি চলিয়াছি
আমার অদৃষ্টভরে ভেসে নিজ পথে,
পথের সহস্র লোক যেমন চলেছে।
তুমি কে বলিছ মোরে দাঁড়াইতে। তুমি
চলে যাও—আমি চলে যাই।

রঘুপতি। জয়সিংহ!

জয়সিংহ। ওই তো সম্মুখে পথ চলেছে সরল—
চলে যাব ভিক্ষাপাত্র হাতে, সঙ্গে লয়ে
ভিখারিনী সখী মোর।—কে বলিল এই
সংসারের রাজপথ দুরূহ জটিল।
যেমন করেই যাই, দিবা-অবসানে
পঁহুছিব জীবনের অন্তিম পলকে;
আচার-বিচার তর্ক-বিতর্কের জাল
কোথা মিশে যাবে। ক্ষুদ্র এই পরিশ্রান্ত
নরজন্ম সমর্পিব ধরণীর কোলে;
দু-চারি দিনের এই সমষ্টি আমার,
দু-চারিটা ভুল-ভ্রান্তি ভয় দুঃখসুখ
ক্ষীণ হৃদয়ের আশা, দুর্বলতাবশে
ভ্রষ্ট ভগ্ন এ জীবনভার, ফিরে দিয়ে
অনন্তকালের হাতে গভীর বিশ্রাম।
এই তো সংসার। কী কাজ শাস্ত্রের বিধি,
কী কাজ গুরুতে।

প্রভু, পিতা, গুরুদেব,
কী বলিতেছিনু! স্বপ্নে ছিনু এত ক্ষণ।
এই সে মন্দির—ওই সেই মহাবট

দাঁড়ায়ে রয়েছে, অটল কঠিন দৃঢ়
নিষ্ঠুর সত্যের মতো। কী আদেশ, দেব।
ভুলি নাই কী করিতে হবে। এই দেখো,
(ছুরি দেখাইয়া)
তোমার আদেশ-স্মৃতি অন্তরে বাহিরে
হতেছে শাণিত। আরো কী আদেশ আছে
প্রভু।

রঘুপতি। দূর ক'রে দাও ওই বালিকারে।
মন্দির হইতে। মায়াবিনী, জানি আমি
তোদের কুহক। দূর ক'রে দাও ওরে।

জয়সিংহ। দূর করে দিব ? দরিদ্র আমারি মতো
মন্দির-আশ্রিত, আমারি মতন হায়
সঙ্গিহীন, অকণ্টক পুষ্পের মতন
নির্দোষ নিষ্পাপ শুভ্র সুন্দর সরল
সুকোমল বেদনাকাতর, দূর ক'রে
দিতে হবে ওরে ? তাই দিব, গুরুদেব।
চলে যা অপর্ণা। দয়ামায়া স্নেহপ্রেম
সব মিছে। মরে যা অপর্ণা। সংসারের
বাহিরেতে কিছুই না থাকে যদি, আছে
তবু দয়াময় মৃত্যু। চলে যা অপর্ণা।

অপর্ণা। তুমি চলে এসো জয়সিংহ এ মন্দির
ছেড়ে, দুই জনে চলে যাই।

জয়সিংহ। দুই জনে
চলে যাই ! এ তো স্বপ্ন নয়। এক বার
স্বপ্নে মনে করেছিনু স্বপ্ন এ জগৎ।

তাই হেসেছিনু সুখে, গান গেয়েছিনু।
কিন্তু সত্য এ যে। বোলো না সুখের কথা
আর, দেখায়ো না স্বাধীনতা-প্রলোভন—
বন্দী আমি সত্য-কারাগারে!

রঘুপতি। জয়সিংহ,
কাল নাই মিষ্ট আলাপের। দূর ক'রে
দাও ওই বালিকারে।

জয়সিংহ। চলে যা অপর্ণা।

অপর্ণা। কেন যাব।

জয়সিংহ। এই নারী-অভিমান তোর?

অপর্ণা। অভিমান কিছু নাই আর। জয়সিংহ,
তোমার বেদনা, আমার সকল ব্যথা
সব গর্ব চেয়ে বেশি। কিছু মোর নাই
অভিমান।

জয়সিংহ। তবে আমি যাই। মুখ তোর
দেখিব না, যতক্ষণ রহিবি হেথায়।
চলে যা অপর্ণা।

অপর্ণা। নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণ, ধিক
থাক্‌ ব্রাহ্মণত্বে তব! আমি ক্ষুদ্র নারী
অভিশাপ দিয়ে গেনু তোরে, এ বন্ধনে
জয়সিংহে পারিবি না বাঁধিয়া রাখিতে।

[প্রস্থান

রঘুপতি। বৎস, তোলো মুখ, কথা কও একবার।
প্রাণপ্রিয় প্রাণাধিক, আমার কি প্রাণে
অগাধ সমুদ্রসম স্নেহ নাই। আরো

চাস্ ? আমি আজন্মের বন্ধু, দু-দণ্ডের
মায়াপাশ ছিন্ন হয়ে যায় যদি, তাহে
এত ক্লেশ ?

জয়সিংহ। থাক্ প্রভু, বোলো না স্নেহের
কথা আর ! কর্তব্য রহিল শুধু মনে।
স্নেহপ্রেম তরুলতাপত্রপুষ্পসম
ধরণীর উপরেতে শুধু, আসে যায়
শুকায় মিলায় নব নব স্বপ্নবৎ।
নিম্নে থাকে শুষ্ক রূঢ় পাষাণের স্তূপ
রাত্রিদিন, অনন্ত হৃদয়ভারসম। [প্রস্থান

রঘুপতি। জয়সিংহ, কিছুতে পাইনে তোর মন,
এত যে সাধনা করি নানা ছলে বলে ! [প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

মন্দির-প্রাঙ্গণ

জনতা

গণেশ। এবারে মেলায় তেমন লোক হোলো না !

অক্রূর। এবারে আর লোক হবে কী ক'রে রে। এ তো আর হিঁদুর রাজত্ব রইল না। এ যেন নবাবের রাজত্ব হয়ে উঠল ! ঠাকরুণের বলিই বন্ধ হয়ে গেল, তো মেলায় লোক আসবে কী।

কানু। ভাই, রাজার তো এ বুদ্ধি ছিল না, বোধ হয় কিসে ওকে পেয়েছে।

অক্রূর। যদি পেয়ে থাকে তো কোন মুসলমানের ভূতে পেয়েছে, নইলে বলি উঠিয়ে দেবে কেন।

গণেশ। কিন্তু যাই বলো, এ রাজ্যের মঙ্গল হবে না।

কানু। পুরুত ঠাকুর তো স্বয়ং ব'লে দিয়েছেন তিন মাসের মধ্যে মড়কে দেশ উচ্ছন্ন যাবে।

হারু। তিন মাস কেন, যে রকম দেখছি তাতে তিন দিনের ভর সইবে না। এই দেখো না কেন, আমাদের মোধো এই আড়াই বছর ধ'রে ব্যামোয় ভুগে ভুগে বরাবরই তো বেঁচে এসেছে, ঐ যেমন বলি বন্ধ হোলো অমনি মারা গেল।

অক্রূর। না রে, সে তো আজ তিন মাস হোলো মরেছে!

হারু। না হয় তিন মাসই হোলো কিন্তু এই বছরেই তো মরেছে বটে!

ক্ষান্তমণি। ওগো, তা কেন, আমার ভাসুরপো, সে যে মরবে কে জানত! তিন দিনের জ্বর। ঐ যেমনি কবিরাজের বড়িটি খাওয়া অমনি চোখ উল্‌টে গেল।

গণেশ। সেদিন মথুরহাটির গঞ্জে আগুন লাগল, একখানি চালা বাকি রইল না।

চিন্তামণি। অত কথায় কাজ কী। দেখো না কেন, এ বছর ধান যেমন শস্তা হয়েছে এমন আর কোনো বার হয়নি। এবার চাষার কপালে কী আছে কে জানে।

হারু। ঐ রে রাজা আসছে। সকালবেলাতেই আমাদের এমন রাজার মুখ দেখলুম, দিন কেমন যাবে কে জানে। চল্‌ এখান থেকে সরে পড়ি।

[সকলের প্রস্থান

চাঁদপাল ও গোবিন্দমাণিক্যের প্রবেশ

চাঁদপাল। মহারাজ, সাবধানে থেকো। চারিদিকে
চক্ষুকর্ণ পেতে আছি, রাজ-ইষ্টানিষ্ট
কিছু না এড়ায় মোর কাছে। মহারাজ,
তব প্রাণহত্যা তরে গুপ্ত আলোচনা
স্বকর্ণে শুনেছি।

গোবিন্দমাণিক্য। প্রাণহত্যা! কে করিবে।

চাঁদপাল। বলিতে সংকোচ মানি। ভয় হয় পাছে
সত্যকার ছুরি চেয়ে নিষ্ঠুর সংবাদ
অধিক আঘাত করে রাজার হৃদয়ে।

গোবিন্দমাণিক্য। অসংকোচে ব'লে যাও। রাজার হৃদয়
সতত প্রস্তুত থাকে আঘাত সহিতে।
কে করেছে হেন পরামর্শ।

চাঁদপাল। যুবরাজ
নক্ষত্ররায়।

গোবিন্দমাণিক্য। নক্ষত্র?

চাঁদপাল। স্বকর্ণে শুনেছি
মহারাজ, রঘুপতি যুবরাজে মিলে
গোপনে মন্দিরে ব'সে স্থির হয়ে গেছে
সব কথা।

গোবিন্দমাণিক্য। দুই দণ্ডে স্থির হয়ে গেল
আজন্মের বন্ধন টুটিতে! হায় বিধি।

চাঁদপাল। দেবতার কাছে তব রক্ত এনে দেবে—

নাই দোষ। জানিয়াছি, দেবতার নামে
মনুষ্যত্ব হারায় মানুষ। ভয় নাই
যাও তুমি কাজে। সাবধানে রবো আমি।

[চাঁদপালের প্রস্থান

রক্ত নহে, ফুল আনিয়াছি, মহাদেবী,
ভক্তি শুধু, হিংসা নহে, বিভীষিকা নহে।
এ জগতে দুর্বলেরা বড়ো অসহায়
মা জননী, বাহুবল বড়োই নিষ্ঠুর,
স্বার্থ বড়ো ক্রূর, লোভ বড়ো নিদারুণ,
অজ্ঞান একান্ত অন্ধ, গর্ব চলে যায়
অকাতরে ক্ষুদ্রেরে দলিয়া পদতলে।
হেথা স্নেহ প্রেম অতি ক্ষীণবৃন্তে থাকে
পলকে খসিয়া পড়ে স্বার্থের পরশে।
তুমিও জননী যদি খড়্গ উঠাইলে,
মেলিলে রসনা, তবে সব অন্ধকার!
ভাই তাই ভাই নহে আর, পতি প্রতি
সতী বাম, বন্ধু শত্রু, শোণিতে পঙ্কিল
মানবের বাসগৃহ, হিংসা পুণ্য, দয়া
নির্বাসিত। আর নহে, আর নহে ছাড়ো
ছদ্মবেশ। এখনো কি হয়নি সময়।
এখনো কি রহিবে প্রলয়-রূপ তব।
এই যে উঠিছে খড়্গ চারিদিক হতে
মোর শির লক্ষ্য করি', মাতঃ একি তোরি
চারিভুজ হতে। তাই হবে! তবে তাই

নিবে যাবে। ধরণীর সহিবে না এত
হিংসা। রাজহত্যা! ভাই দিয়ে ভ্রাতৃহত্যা!
সমস্ত প্রজার বুকে লাগিবে বেদনা,
সমস্ত ভায়ের প্রাণ উঠিবে কাঁদিয়া।
মোর রক্তে হিংসার ঘুচিবে মাতৃবেশ
প্রকাশিবে রাক্ষসী-আকার। এই যদি
দয়ার বিধান তোর, তবে তাই হোক্।

জয়সিংহের প্রবেশ

জয়সিংহ। বল্ চণ্ডী, সত্যই কি রাজরক্ত চাই।
এই বেলা বল্—বল্ নিজ মুখে, বল্
মানব-ভাষায়, বল্ শীঘ্র, সত্যই কি
রাজরক্ত চাই?

(নেপথ্যে) চাই!

জয়সিংহ। তবে মহারাজ,
নাম লহ ইষ্টদেবতার। কাল তব
নিকটে এসেছে।

গোবিন্দমাণিক্য। কী হয়েছে জয়সিংহ।

জয়সিংহ। শুনিলে না নিজকর্ণে? দেবীরে শুধানু,
সত্যই কি রাজরক্ত চাই—দেবী নিজে
কহিলেন 'চাই'।

গোবিন্দমাণিক্য। দেবী নহে জয়সিংহ,
কহিলেন রঘুপতি অন্তরাল হতে,
পরিচিত স্বর।

জয়সিংহ। কহিলেন রঘুপতি?

কেবলি সংশয় হতে সংশয়ের মাঝে
নামিতে পারিনে আর! যখনি কূলের
কাছে আসি—কে মোরে ঠেলিয়া দেয় যেন
অতলের মাঝে। সে যে অবিশ্বাস দৈত্য।
আর নহে। গুরু হোক, কিংবা দেবী হোক
একই কথা! [ছুরিকা উন্মোচন
ফুল নে মা! নে মা! ফুল নে মা!
পায়ে ধরি, শুধু ফুল নিয়ে হোক তোর
পরিতোষ। আর রক্ত না মা, আর রক্ত
নয়। এও যে রক্তের মতো রাঙা, দুটি
জবাফুল। পৃথিবীর মাতৃবক্ষ ফেটে
উঠিয়াছে ফুটে, সন্তানের রক্তপাতে
ব্যথিত ধরার স্নেহবেদনার মতো।
নিতে হবে। এই তোর নিতে হবে। আমি
নাহি ডরি তোর রোষ। রক্ত নাহি দিব।
রাঙা' তোর আঁখি। তোল্ তোর খড়্গ। আন্
তোর শ্মশানের দল। আমি নাহি ডরি।

[গোবিন্দমাণিক্যের প্রস্থান

এ কী হোলো হায়। দেবী গুরু যাহা ছিল
এক দণ্ডে বিসর্জন দিনু—বিশ্ব-মাঝে
কিছু রহিল না আর।

রঘুপতির প্রবেশ

রঘুপতি। সকল শুনেছি

আমি। সব পণ্ড হোলো। কী করিলি, ওরে
অকৃতজ্ঞ।

জয়সিংহ। দণ্ড দাও প্রভু।

রঘুপতি। সবে ভেঙে
দিলি। ব্রহ্মশাপ ফিরাইলি অর্ধপথ
হতে। লঙ্ঘিলি গুরুর বাক্য। ব্যর্থ ক'রে
দিলি দেবীর আদেশ। আপন বুদ্ধিরে
করিলি সকল হতে বড়ো। আজন্মের
স্নেহঋণ শুধিলি এমনি ক'রে!

জয়সিংহ। দণ্ড
দাও পিতা।

রঘুপতি। কোন্ দণ্ড দিব।

জয়সিংহ। প্রাণদণ্ড।

রঘুপতি। নহে। তার চেয়ে গুরুদণ্ড চাই। স্পর্শ
কর্ দেবীর চরণ।

জয়সিংহ। করিনু পরশ।

রঘুপতি। বল্ তবে, "আমি এনে দিব রাজরক্ত
শ্রাবণের শেষ-রাত্রে দেবীর চরণে"।

জয়সিংহ। আমি এনে দিব রাজরক্ত, শ্রাবণের
শেষ-রাত্রে দেবীর চরণে।

রঘুপতি। চলে যাও।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মন্দির

জনতা। রঘুপতি ও জয়সিংহ

রঘুপতি। তোরা এখানে সব কী করতে এলি।

সকলে। আমরা ঠাকরুণ দর্শন করতে এসেছি।

রঘুপতি। বটে! দর্শন করতে এসেছ? এখনো তোমাদের চোখ দুটো যে আছে সে কেবল বাপের পুণ্যে। ঠাকরুণ কোথায়। ঠাকরুণ এ রাজ্য ছেড়ে চলে গেছেন। তোরা ঠাকরুণকে রাখতে পারলি কই। তিনি চলে গেছেন।

সকলে। কী সর্বনাশ। সে কী কথা ঠাকুর। আমরা কী করেছি।

নিস্তারিণী। আমার বোনপোর ব্যামো ছিল ব'লেই যা আমি ক-দিন পুজো দিতে আসতে পারি নি।

গোবর্ধন। আমার পাঁঠা দুটো ঠাকরুণকেই দেব ব'লে অনেক দিন থেকে মনে ক'রে রেখেছিলুম, এরি মধ্যে রাজা বলি বন্ধ ক'রে দিলে তো আমি কী করব।

হারু। এই আমাদের গন্ধমাদন যা মানত্ করেছিল তা মাকে দেয়নি বটে কিন্তু মা-ও তো তেমনি তাকে শাস্তি দিয়েছেন। তার পিলে বেড়ে ঢাক হয়ে উঠেছে—আজ ছ-টি মাস বিছানায় প'ড়ে। তা

বেশ হয়েছে, আমাদেরি যেন সে মহাজন, তাই ব'লে কি মাকে ফাঁকি দিতে পারবে।

অক্রূর। চুপ কর্ তোরা। মিছে গোল করিসনে। আচ্ছা ঠাকুর, মা কেন চলে গেলেন, আমাদের কী অপরাধ হয়েছিল।

রঘুপতি। মার জন্যে এক ফোঁটা রক্ত দিতে পারিসনে, এই তো তোদের ভক্তি?

অনেকে। রাজার আজ্ঞা, তা আমরা কী করব।

রঘুপতি। রাজা কে। মার সিংহাসন তবে কি রাজার সিংহাসনের নিচে। তবে এই মাতৃহীন দেশে তোদের রাজাকে নিয়েই থাক্, দেখি তোদের রাজা কী ক'রে রক্ষা করে।

সকলের গুনগুন স্বরে কথা

অক্রূর। চুপ কর্। সন্তান যদি অপরাধ ক'রে থাকে মা তাকে দণ্ড দিক্, কিন্তু একেবারে ছেড়ে চলে যাবে এ কি মার মতো কাজ। ব'লে দাও কী করলে মা ফিরবে।

রঘুপতি। তোদের রাজা যখন রাজ্য ছেড়ে যাবে, মা-ও তখন রাজ্যে ফিরে পদার্পণ করবে।

নিস্তব্ধভাবে পরস্পরের মুখাবলোকন

রঘুপতি। তবে তোরা দেখবি? এইখানে আয়। অনেক দূর থেকে অনেক আশা ক'রে ঠাকরুণকে দেখতে এসেছিস, তবে একবার চেয়ে দেখ্।

মন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটন। প্রতিমার পশ্চাদ্ভাগ দৃশ্যমান

সকলে। ও কী। মার মুখ কোন্ দিকে।

অক্রূর। ওরে, মা বিমুখ হয়েছেন।

সকলে। ওমা, ফিরে দাঁড়া মা। ফিরে দাঁড়া মা। ফিরে দাঁড়া মা। একবার ফিরে দাঁড়া। মা কোথায়। মা কোথায়। অক্রূর।

তোকে ফিরিয়ে আনব মা। আমরা তোকে ছাড়ব না। চাইনে আমাদের রাজা। যাক রাজা। মরুক রাজা।

জয়সিংহ। (রঘুপতির নিকট আসিয়া) প্রভু, আমি কি একটি কথাও কব না।

রঘুপতি। না।

জয়সিংহ। সন্দেহের কি কোনো কারণ নেই।

রঘুপতি। না।

জয়সিংহ। সমস্তই কি বিশ্বাস করব।

অপর্ণার প্রবেশ

অপর্ণা। (পার্শ্বে আসিয়া) জয়সিংহ, এসো জয়সিংহ, শীঘ্র এসো
এ-মন্দির ছেড়ে।

জয়সিংহ। বিদীর্ণ হইল বক্ষ।

[রঘুপতি, অপর্ণা ও জয়সিংহের প্রস্থান

রাজার প্রবেশ

প্রজাগণ। রক্ষা করো মহারাজ, আমাদের রক্ষা
করো—মাকে ফিরে দাও।

গোবিন্দমাণিক্য। বৎসগণ, করো
অবধান। সেই মোর প্রাণপণ সাধ
জননীরে ফিরে এনে দেব।

প্রজাগণ। জয় হোক
মহারাজ, জয় হোক তব।

গোবিন্দমাণিক্য। একবার
শুধাই তোদের, তোরা কি মায়ের গর্ভে

নিসনি জনম। মাতৃগণ, তোমরা তো
অনুভব করিয়াছ কোমল হৃদয়ে
মাতৃস্নেহসুধা; বলো দেখি মা কি নেই।
মাতৃস্নেহ সব হতে পবিত্র প্রাচীন;
সৃষ্টির প্রথম দণ্ডে মাতৃস্নেহ শুধু
একেলা জাগিয়া বসে ছিল, নতনেত্রে
তরুণ বিশ্বেরে কোলে লয়ে। আজিও সে
পুরাতন মাতৃস্নেহ রয়েছে বসিয়া
ধৈর্যের প্রতিমা হয়ে। সহিয়াছে কত
উপদ্রব, কত শোক, কত ব্যথা, কত
অনাদর,—চোখের সম্মুখে ভায়ে ভায়ে
কত রক্তপাত, কত নিষ্ঠুরতা, কত
অবিশ্বাস—বাক্যহীন বেদনা বহিয়া
তবু সে জননী আছে বসে, দুর্বলের
তরে কোল পাতি', একান্ত যে নিরুপায়
তারি তরে সমস্ত হৃদয় দিয়ে। আজ
কী এমন অপরাধ করিয়াছি মোরা
যার লাগি সে অসীম স্নেহ চলে গেল
চিরমাতৃহীন ক'রে অনাথ সংসার।
বৎসগণ, মাতৃগণ বলো, খুলে বলো,
কী এমনি করিয়াছি অপরাধ।

কেহ কেহ। মার
বলি নিষেধ করেছ। বন্ধ মার পূজা।

গোবিন্দমাণিক্য। নিষেধ করেছি বলি, সেই অভিমানে
বিমুখ হয়েছে মাতা, আসিছে মড়ক

উপবাস, অনাবৃষ্টি, অগ্নিরক্তপাত ;
মা মোদের এমনি মা বটে। দণ্ডে দণ্ডে
ক্ষীণ শিশুটিরে স্তন্য দিয়ে বাঁচাইয়ে
তোলে মাতা, সে কি তার রক্ত-পান লোভে।
হেন মাতৃ-অপমান মনে স্থান দিলি
যবে, আজন্মের মাতৃস্নেহ-স্মৃতিমাঝে
ব্যথা বাজিল না? মনে পড়িল না মার
মুখ?—রক্ত চাই, রক্ত চাই, গরজন
করিছে জননী, অবলা দুর্বল জীব
প্রাণভয়ে কাঁপে থরথর,—নৃত্য করে
দয়াহীন নরনারী রক্তমত্ততায়,
এই কি মায়ের পরিবার? পুত্রগণ,
এই কি মায়ের স্নেহছবি।

প্রজাগণ। মূর্খ মোরা
বুঝিতে পারিনে।

গোবিন্দমাণিক্য। বুঝিতে পারো না! শিশু
দু-দিনের, কিছু যে বোঝে না আর, সেও
তার জননীরে বোঝে। সেও বোঝে ভয়
পেলে নির্ভয় মায়ের কাছে, সেও বোঝে
ক্ষুধা পেলে দুগ্ধ আছে মাতৃস্তনে, সেও
ব্যথা পেলে কাঁদে মার মুখ চেয়ে।—তোরা
এমনি কি ভুলে ভ্রান্ত হলি, মাকে গেলি
ভুলে। বুঝিতে পারো না মাতা দয়াময়ী?
বুঝিতে পারো না জীবজননীর পূজা
জীবরক্ত দিয়ে নহে, ভালবাসা দিয়ে?

বুঝিতে পারো না—ভয় যেথা মা সেখানে
নয়, হিংসা যেথা মা সেখানে নাই, রক্ত
যেথা মার সেথা অশ্রুজল। ওরে বৎস,
কী করিয়া দেখাব তোদের, কী বেদনা
দেখেছি মায়ের মুখে, কী কাতর দয়া,
কী ভর্ৎসনা অভিমানভরা ছলছল
নেত্রে তাঁর। দেখাইতে পারিতাম যদি,
সেই দণ্ডে চিনিতিস আপনার মাকে।
দয়া এল দীনবেশে মন্দিরের দ্বারে,
অশ্রুজলে মুছে দিতে কলঙ্কের দাগ
মার সিংহাসন হতে, সেই অপরাধে
মাতা চলে গেল রোষভরে, এই তোরা
করিলি বিচার?

অপর্ণার প্রবেশ

প্রজা। আপনি চাহিয়া দেখো,
বিমুখ হয়েছে মাতা সন্তানের 'পরে।

অপর্ণা। (মন্দিরের দ্বারে উঠিয়া)
বিমুখ হয়েছে মাতা! আয় তো মা, দেখি,
আয় তো সমুখে একবার। (প্রতিমা ফিরাইয়া)
এই দেখো
মুখ ফিরায়েছে মাতা।

সকলে। ফিরেছে জননী!
জয় হোক জয় হোক। মাতঃ জয় হোক।

সকলে মিলিয়া গান

থাক্‌তে আর তো পারলি নে মা, পারলি কৈ।
কোলের সন্তানেরে ছাড়লি কৈ।
দোষী আছি অনেক দোষে, ছিলি ব'সে ক্ষণিক রোষে
মুখ তো ফিরালি শেষে, অভয় চরণ কাড়লি কৈ।

[সকলের প্রস্থান

জয়সিংহ ও রঘুপতির প্রবেশ

জয়সিংহ। সত্য বলো, প্রভু, তোমারি এ কাজ।

রঘুপতি। সত্য
কেন না বলিব। আমি কি ডরাই সত্য
বলিবারে। আমারি এ কাজ। প্রতিমার
মুখ ফিরায়ে দিয়েছি আমি। কী বলিতে
চাও বলো। হয়েছ গুরুর গুরু তুমি,
কী ভর্ৎসনা করিবে আমারে। দিবে কোন
উপদেশ।

জয়সিংহ। বলিবার কিছু নাই মোর।

রঘুপতি। কিছু নাই? কোনো প্রশ্ন নাই মোর কাছে?
সন্দেহ জন্মিলে মনে মীমাংসার তরে
চাহিবে না গুরু-উপদেশ? এতদূরে
গেছ? মনে এতই কি ঘটেছে বিচ্ছেদ।
মূঢ়, শোনো। সত্যই তো বিমুখ হয়েছে
দেবী, কিন্তু তাই ব'লে প্রতিমার মুখ
নাহি ফিরে। মন্দিরে যে-রক্তপাত করি
দেবী তাহা করে পান, প্রতিমার মুখে

সে রক্ত উঠে না। দেবতার অসন্তোষ
প্রতিমার মুখে প্রকাশ না পায়। কিন্তু
মূর্খদের কেমনে বুঝাব। চোখে চাহে
দেখিবারে, চোখে যাহা দেখিবার নয়।
মিথ্যা দিয়ে সত্যেরে বুঝাতে হয় তাই।
মূর্খ। তোমার আমার হাতে সত্য নাই।
সত্যের প্রতিমা সত্য নহে, কথা সত্য
নহে, লিপি সত্য নহে, মূর্তি সত্য নহে,
চিন্তা সত্য নহে। সত্য কোথা আছে, কেহ
নাহি জানে তারে, কেহ নাহি পায় তারে।
সেই সত্য কোটি মিথ্যারূপে চারিদিকে
ফাটিয়া পড়েছে ; সত্য তাই নাম ধরে
মহামায়া, অর্থ তার মহামিথ্যা। সত্য
মহারাজ ব'সে থাকে রাজ-অন্তঃপুরে—
শত মিথ্যা প্রতিনিধি তার, চতুর্দিকে
মরে খেটে খেটে।—শিরে হাত দিয়ে ব'সে
ব'সে ভাবো—আমার অনেক কাজ আছে।
আবার গিয়েছে ফিরে প্রজাদের মন।

জয়সিংহ। যে-তরঙ্গ তীরে নিয়ে আসে, সেই ফিরে
অকূলের মাঝখানে টেনে নিয়ে যায়।
সত্য নহে, সত্য নহে, সত্য নহে ; সবি
মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা। দেবী নাই প্রতিমার
মাঝে, তবে কোথা আছে। কোথাও সে নাই।
দেবী নাই। ধন্য ধন্য ধন্য মিথ্যা তুমি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রাসাদ কক্ষ

গোবিন্দমাণিক্য ও চাঁদপাল

চাঁদপাল। প্রজারা করিছে কুমন্ত্রণা। মোগলের
সেনাপতি চলিয়াছে আসামের দিকে
যুদ্ধ লাগি,—নিকটেই আছে, দুই চারি
দিবসের পথে। প্রজারা তাহারি কাছে
পাঠাবে প্রস্তাব—তোমারে করিতে দূর
সিংহাসন হতে।

গোবিন্দমাণিক্য। আমারে করিবে দূর?
মোর 'পরে এত অসন্তোষ?

চাঁদপাল। মহারাজ,
সেবকের অনুনয় রাখো—পশুরক্ত
এত যদি ভালো লাগে নিষ্ঠুর প্রজার,
দাও তাহাদের পশু,—রাক্ষসী প্রবৃত্তি
পশুর উপর দিয়া যাক। সর্বদাই
ভয়ে ভয়ে আছি কখন কী হয়ে পড়ে।

গোবিন্দমাণিক্য। আছে ভয় জানি চাঁদপাল। রাজকার্য
সেও আছে। পাথার ভীষণ, তবু তরী
তীরে নিয়ে যেতে হবে। গেছে কি প্রজার
দূত মোগলের কাছে।

চাঁদপাল। এতক্ষণে গেছে।

গোবিন্দমাণিক্য। চাঁদপাল, তুমি তবে যাও এই বেলা,

মোগলের শিবিরের কাছাকাছি থেকো—
যখন যা ঘটে সেথা পাঠায়ো সংবাদ।

চাঁদপাল। মহারাজ, সাবধানে থেকো হেথা প্রভু,
অন্তরে বাহিরে শত্রু।

[প্রস্থান

গুণবতীর প্রবেশ

গোবিন্দমাণিক্য। প্রিয়ে, বড়ো শুষ্ক,
বড়ো শূন্য এ সংসার। অন্তরে বাহিরে
শত্রু। তুমি এসে ক্ষণেক দাঁড়াও হেসে,
ভালবেসে চাও মুখপানে। প্রেমহীন
অন্ধকার, ষড়যন্ত্র, বিপদ, বিদ্বেষ
সবার উপরে হোক তব সুধাময়
আবির্ভাব, ঘোর নিশীথের শিরোদেশে
নির্নিমেষ চন্দ্রের মতন। প্রিয়তমে,
নিরুত্তর কেন। অপরাধ বিচারের
এই কি সময়। তৃষার্ত হৃদয় যবে
মুমূর্ষুর মতো চাহে মরুভূমি মাঝে
সুধাপাত্র হাতে নিয়ে ফিরে চলে যাবে ?

[গুণবতীর প্রস্থান

চলে গেল। হায়, মোর দুর্বহ জীবন।

নক্ষত্র রায়ের প্রবেশ

নক্ষত্র রায়। (স্বগত) যেথা যাই সকলেই বলে “রাজা হবে ?”
“রাজা হবে ?”

বসে থাকি তবু শুনি, কে যেন বলিছে —
রাজা হবে ? রাজা হবে ? দুই কানে যেন
বাসা করিয়াছে দুই টিয়ে পাখি—এক
বুলি জানে শুধু—রাজা হবে ? রাজা হবে ?
ভালো বাপু, তাই হব—কিন্তু রাজরক্ত ?—
সে কি, তোরা এনে দিবি।

গোবিন্দমাণিক্য। নক্ষত্র ! (নক্ষত্র সচকিত)
নক্ষত্র !
আমারে মারিবে তুমি ? বলো, সত্য বলো,
আমারে মারিবে ? এই কথা জাগিতেছে
হৃদয়ে তোমার নিশিদিন ? এই কথা
মনে নিয়ে মোর সাথে হাসিয়া বলেছ
কথা প্রণাম করেছ পায়ে, আশীর্বাদ
করেছ গ্রহণ, মধ্যাহ্নে আহার কালে
এক অন্ন ভাগ ক'রে করেছ ভোজন,
এই কথা নিয়ে ? বুকে ছুরি দেবে ? ওরে
ভাই, এই বুকে টেনে নিয়েছিনু তোরে
এ কঠিন মর্ত্যভূমি প্রথম চরণে
তোর বেজেছিল যবে,—এই বুকে টেনে
নিয়েছিনু তোরে, যেদিন জননী, তোর
শিরে শেষ স্নেহ-হস্ত রেখে, চলে গেল
ধরাধাম শূন্য করি,—আজ সেই তুই
সেই বুকে ছুরি দিবি ? এক রক্তধারা
বহিতেছে দোঁহার শরীরে, যেই রক্ত
পিতৃপিতামহ হতে বহিয়া এসেছে

চিরদিন ভাইদের শিরায় শিরায়,
সেই শিরা ছিন্ন ক'রে দিয়ে, সেই রক্ত
ফেলিবি ভূতলে ? এই বন্ধ ক'রে দিনু
দ্বার, এই নে আমার তরবারি, মার্
অবারিত বক্ষে, পূর্ণ হোক মনস্কাম।

নক্ষত্র রায়। ক্ষমা করো ! ক্ষমা করো ভাই ! ক্ষমা করো !

গোবিন্দমাণিক্য। এসো বৎস, ফিরে এসো। সেই বক্ষে ফিরে
এসো। ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছ ? এ সংবাদ
শুনেছি যখন, তখনি করেছি ক্ষমা।
তোরে ক্ষমা না করিতে অক্ষম যে আমি।

নক্ষত্র রায়। রঘুপতি দেয় কুমন্ত্রণা। রক্ষো মোরে
তার কাছ হতে।

গোবিন্দমাণিক্য। কোনো ভয় নেই, ভাই।

তৃতীয় দৃশ্য

অন্তঃপুর-কক্ষ

গুণবতী

গুণবতী। তবু তো হোলো না। আশা ছিল মনে মনে
কঠিন হইয়া থাকি কিছু দিন যদি
তাহা হোলে আপনি আসিবে ধরা দিতে
প্রেমের তৃষায়। এত অহংকার ছিল
মনে। মুখ ফিরে থাকি, কথা নাহি কই

অবহেলা, এমন তো কতদিন গেল।
শুনেছি নারীর রোষ পুরুষের কাছে
শুধু শোভা আভাময়, তাপ নাহি তাহে
হীরকের দীপ্তিসম। ধিক থাক্ শোভা।
এ রোষ বজ্রের মতো হোত যদি, তবে
পড়িত প্রাসাদ 'পরে, ভাঙিত রাজার
নিদ্রা, চূর্ণ হোত রাজ-অহংকার, পূর্ণ
হোত রানীর মহিমা। আমি রানী, কেন
জন্মাইলে এ মিথ্যা বিশ্বাস। হৃদয়ের
অধীশ্বরী তব—এই মন্ত্র প্রতিদিন
কেন দিলে কানে। কেন না জানালে মোরে
আমি ক্রীতদাসী, রাজার কিংকরী শুধু
রানী নহি,—তাহা হোলে আজিকে সহসা
এ আঘাত, এ পতন সহিতে হোত না।

ধ্রুবের প্রবেশ

কোথা যাস তুই।

ধ্রুব। আমারে ডেকেছে রাজা।

[প্রস্থান

গুণবতী। রাজার হৃদয়-রত্ন এই সে বালক।
ওরে শিশু, চুরি ক'রে নিয়েছিস তুই
আমার সন্তান তরে যে আসন ছিল।
না আসিতে আমার বাছারা, তাহাদের
পিতৃস্নেহ 'পরে তুই বসাইলি ভাগ।

নিলি প্রথম অঞ্জলি, রাজপুত্র এসে
তোরি কি প্রসাদ পাবে ওরে রাজদ্রোহী।
মাগো মহামায়া, এ কী তোর অবিচার।
এত সৃষ্টি, এত খেলা তোর—খেলাচ্ছলে
দে আমারে একটি সন্তান,—দে জননী,
শুধু এইটুকু শিশু, কোলটুকু ভরে
যায় যাহে। তুই যা বাসিস ভালো, তাই
দিব তোরে।

নক্ষত্ররায়ের প্রবেশ

নক্ষত্র, কোথায় যাও। ফিরে
যাও কেন! এত ভয় কারে তব। আমি
নারী, অস্ত্রহীন, বলহীন, নিরুপায়,
অসহায়,—আমি কি ভীষণ এত।

নক্ষত্র রায়। না, না,
মোরে ডাকিয়ো না।

গুণবতী। কেন কী হয়েছে।

নক্ষত্র রায়। আমি
রাজা নাহি হব।

গুণবতী। নাই হোলে। তাই ব'লে
এত আস্ফালন কেন।

নক্ষত্র রায়। চিরকাল বেঁচে
থাক্ রাজা, আমি যেন যুবরাজ থেকে
মরি।

গুণবতী। তাই মরো। শীঘ্র মরো। পূর্ণ হোক

মনোরথ। আমি কি তোমারে পায়ে ধ'রে
রেখেছি বাঁচিয়ে।

নক্ষত্র রায়। তবে কী বলিবে বলো।

গুণবতী। যে চোর করিছে চুরি তোমার মুকুট
তাহারে সরায়ে দাও। বুঝেছ কি।

নক্ষত্র রায়। সব
বুঝিয়াছি, শুধু কে সে চোর বুঝি নাই।

গুণবতী। ওই যে বালক ধ্রুব। বাড়িছে রাজার
কোলে, দিনে দিনে উঁচু হয়ে উঠিতেছে
মুকুটের পানে।

নক্ষত্র রায়। তাই বটে। এতক্ষণে
বুঝিলাম সব। মুকুট দেখেছি বটে
ধ্রুবের মাথায়। আমি বলি শুধু খেলা।

গুণবতী। মুকুট লইয়া খেলা? বড়ো কাল-খেলা।
এই বেলা ভেঙে দাও খেলা—নহে তুমি
সে খেলার হইবে খেলনা।

নক্ষত্র রায়। তাই বটে।
এ তো ভালো খেলা নয়।

গুণবতী অর্ধরাত্রে আজি
গোপনে লইয়া তারে দেবীর চরণে
মোর নামে করো নিবেদন। তার রক্তে
নিবে যাবে দেব-রোষানল, স্থায়ী হবে
সিংহাসন এই রাজবংশে—পিতৃলোক
গাহিবেন কল্যাণ তোমার। বুঝেছ কি।

নক্ষত্র রায়। বুঝিয়াছি।

গুণবতী। তবে যাও। যা বলিনু করো।
মনে রেখো, মোর নামে কোরো নিবেদন।

নক্ষত্র রায়। তাই হবে। মুকুট লইয়া খেলা! এ কী
সর্বনাশ। দেবীর সন্তোষ, রাজ্যরক্ষা,
পিতৃলোক—বুঝিতে কিছুই বাকি নেই।

চতুর্থ দৃশ্য

মন্দির-সোপান

জয়সিংহ

জয়সিংহ। দেবী, আছ, আছ তুমি! দেবী থাকো তুমি!
এ অসীম রজনীর সর্ব প্রান্তশেষে
যদি থাকো কণামাত্র হয়ে, সেথা হতে
ক্ষীণতম স্বরে সাড়া দাও, বলো মোরে
"বৎস আছি।"—নাই, নাই, নাই, দেবী নাই।
নাই? দয়া ক'রে থাকো। অয়ি মায়াময়ী
মিথ্যা, দয়া কর্, দয়া কর্, জয়সিংহে,
সত্য হয়ে ওঠ্। আশৈশব ভক্তি মোর,
আজন্মের প্রেম তোরে প্রাণ দিতে নারে?
এত মিথ্যা তুই? এ জীবন কারে দিলি
জয়সিংহ। সব ফেলে দিলি সত্যশূন্য,
দয়াশূন্য, মাতৃশূন্য সর্বশূন্য মাঝে।

অপর্ণার প্রবেশ

অপর্ণা, আবার এসেছিস? তাড়ালেম
মন্দির-বাহিরে, তবু তুই অনুক্ষণ
আশে পাশে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াস
সুখের দুরাশা সম দরিদ্রের মনে?
সত্য আর মিথ্যায় প্রভেদ শুধু এই।
মিথ্যারে রাখিয়া দিই মন্দিরের মাঝে
বহুযত্নে, তবুও সে থেকেও থাকে না।
সত্যেরে তাড়ায়ে দিই মন্দির-বাহিরে
অনাদরে, তবুও সে ফিরে ফিরে আসে।
অপর্ণা, যাসনে তুই, তোরে আমি আর
ফিরাব না; আয়, এইখানে বসি দোঁহে।
অনেক হয়েছে রাত। কৃষ্ণপক্ষশশী
উঠিতেছে তরু-অন্তরালে। চরাচর
সুপ্তিমগ্ন, শুধু মোরা দোঁহে নিদ্রাহীন।
অপর্ণা, বিষাদময়ী, তোরেও কি গেছে
ফাঁকি দিয়ে মায়ার দেবতা। দেবতায়
কোন্ আবশ্যক। কেন তারে ডেকে আনি
আমাদের ছোটো-খাটো সুখের সংসারে।
তারা কি মোদের ব্যথা বুঝে। পাষাণের
মতো শুধু চেয়ে থাকে; আপন ভায়েরে
প্রেম হতে বঞ্চিত করিয়া, সেই প্রেম
দিই তারে সে কি তার কোনো কাজে লাগে।
এ সুন্দরী সুখময়ী ধরণী হইতে

মুখ ফিরাইয়া তার দিকে চেয়ে থাকি,
সে কোথায় চায়? তার কাছে ক্ষুদ্র বটে
তুচ্ছ বটে, তবু তো আমার মাতৃধরা;
তার কাছে কীটবৎ তবু তো আমার
ভাই; অবহেলে অন্ধরথচক্রতলে
দলিয়া চলিয়া যায় তবু সে দলিত
উপেক্ষিত, তারা তো আমার আপনার।
আয় ভাই, নির্ভয়ে দেবতাহীন হয়ে
আরো কাছাকাছি সবে বেঁধে বেঁধে থাকি।
রক্ত চাই? স্বরগের ঐশ্বর্য ত্যজিয়া
এ দরিদ্র ধরাতলে তাই কি এসেছ।
সেথায় মানব নেই, জীব নেই কেহ,
রক্ত নেই, ব্যথা পাবে হেন কিছু নেই,
তাই স্বর্গে হয়েছে অরুচি? আসিয়াছ
মৃগয়া করিতে, নির্ভয় বিশ্বাসসুখে
যেথা বাসা বেঁধে আছে মানবের ক্ষুদ্র
পরিবার? অপর্ণা, বালিকা, দেবী নাই।

অপর্ণা। জয়সিংহ, তবে চলে এসো, এ মন্দির
ছেড়ে।

জয়সিংহ। যাব, যাব, তাই যাব, ছেড়ে চলে
যাব। হায় রে অপর্ণা, তাই যেতে হবে।
তবু যে-রাজত্বে আজন্ম করেছি বাস
পরিশোধ ক'রে দিয়ে তার রাজকর
তবে যেতে পাব। থাক্ ও সকল কথা।
দেখ চেয়ে গোমতীর শীর্ণ জলরেখা

জ্যোৎস্নালোকে পুলকিত,—কলধ্বনি তার
এক কথা শতবার করিছে প্রকাশ।
আকাশেতে অর্ধচন্দ্র পাণ্ডুমুখচ্ছবি
শ্রান্তিক্ষীণ—বহু রাত্রিজাগরণে যেন
পড়েছে চাঁদের চোখে আধেক পল্লব
ঘুমভারে। সুন্দর জগৎ। হা অপর্ণা,
এমন রাত্রির মাঝে দেবী নাই। থাক্
দেবী। অপর্ণা, জানিস কিছু সুখভরা
সুধাভরা কোনো কথা? শুধু তাই বল্।
যা শুনিলে মুহূর্তে অতলে মগ্ন হয়ে
ভুলে যাব জীবনের তাপ, মরণ যে
কত মধুরতাময় আগে হতে পাব
তার স্বাদ। অপর্ণা, এমন কিছু বল্
ওই মধুকণ্ঠে তোর, ওই মধু-আঁখি
রেখে মোর মুখপানে, এই জনহীন
স্তব্ধরজনীতে, এই বিশ্বজগতের
নিদ্রামাঝে, বল্ রে অপর্ণা, যা শুনিলে
মনে হবে চারিদিকে আর কিছু নাই,
শুধু ভালবাসা ভাসিতেছে, পূর্ণিমার
সুপ্তরাত্রে রজনীগন্ধার গন্ধসম।

অপর্ণা। হায় জয়সিংহ, বলিতে পারিনে কিছু,
বুঝি মনে আছে কত কথা।

জয়সিংহ। তবে আরো
কাছে আয়, মনে হতে মনে যাক কথা।

—এ কী করিতেছি আমি অপর্ণা, অপর্ণা,
চলে যা মন্দির ছেড়ে, গুরুর আদেশ।

অপর্ণা। জয়সিংহ, হোয়ো না নিষ্ঠুর। বারবার
ফিরায়ো না। কী সহেছি অন্তর্যামী জানে।

জয়সিংহ। তবে আমি যাই। এক দণ্ড হেথা নহে।

(কিয়দ্দূর গিয়া ফিরিয়া)

অপর্ণা, নিষ্ঠুর আমি? এই কি রহিবে
তোর মনে, জয়সিংহ নিষ্ঠুর, কঠিন!
কখনো কি হাসিমুখে কহি নাই কথা।
কখনো কি ডাকি নাই কাছে। কখনো কি
ফেলি নাই অশ্রুজল তোর অশ্রু দেখে।
অপর্ণা, সে সব কথা পড়িবে না মনে,
শুধু মনে রহিবে জাগিয়া, জয়সিংহ
নিষ্ঠুর পাষাণ? যেমন পাষাণ ওই
পাষাণের ছবি, দেবী বলিতাম যারে?
হায় দেবী, তুই যদি দেবী হইতিস,
তুই যদি বুঝিতিস এই অন্তর্দাহ।

অপর্ণা। বুদ্ধিহীন ব্যথিত এ ক্ষুদ্র নারী-হিয়া,
ক্ষমা করো এরে। এই বেলা চলে এসো,
জয়সিংহ, এসো মোরা এ মন্দির ছেড়ে
যাই।

জয়সিংহ। রক্ষা করো। অপর্ণা, করুণা করো।
দয়া ক'রে মোরে ফেলে চ'লে যাও। এক
কাজ বাকি আছে এ জীবনে, সেই হোক
প্রাণেশ্বর, তার স্থান তুমি কাড়িয়ো না। [দ্রুত প্রস্থান

অপর্ণা। শতবার সহিয়াছি, আজ কেন আর
নাহি সহে। আজ কেন ভেঙে পড়ে প্রাণ।

পঞ্চম দৃশ্য

মন্দির

নক্ষত্র রায়, রঘুপতি ও নিদ্রিত ধ্রুব

রঘুপতি। কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে। জয়সিংহ
এসেছিল মোর কোলে অমনি শৈশবে
পিতৃমাতৃহীন। সেদিন অমনি ক'রে
কেঁদেছিল নূতন দেখিয়া চারিদিক,
হতাশ্বাস শ্রান্ত শোকে অমনি করিয়া
ঘুমায়ে পড়িয়াছিল সন্ধ্যা হয়ে গেলে
ওইখানে দেবীর চরণে! ওরে দেখে
তার সেই শিশু-মুখ শিশুর ক্রন্দন
মনে পড়ে।

নক্ষত্র রায়। ঠাকুর, কোরো না দেরি আর।
ভয় হয় কখন সংবাদ পাবে রাজা।

রঘুপতি। সংবাদ কেমন ক'রে পাবে। চারিদিক
নিশীথের নিদ্রা দিয়ে ঘেরা।

নক্ষত্র রায়। একবার
মনে হোলো যেন দেখিলাম কার ছায়া।

নক্ষত্র রায়। শুনিলাম যেন কার
ক্রন্দনের স্বর।

রঘুপতি আপনার হৃদয়ের।
দূর হোক নিরানন্দ। এসো পান করি
কারণ-সলিল। [মদ্যপান] মনোভাব যতক্ষণ
মনে থাকে, ততক্ষণ দেখায় বৃহৎ,—
কার্যকালে ছোটো হয়ে আসে, বহু বাষ্প
গ'লে গিয়ে একবিন্দু জল। কিছুই না,
শুধু মুহূর্তের কাজ। শুধু শীর্ণশিখা
প্রদীপ নিভাতে যতক্ষণ। ঘুম হতে
চকিতে মিলায়ে যাবে গাঢ়তম ঘুমে
ওই প্রাণ-রেখাটুকু,—শ্রাবণ-নিশীথে
বিজুলি-ঝলক সম, শুধু বজ্র তার
চিরদিন বিঁধে র'বে রাজদন্তমাঝে।
এসো, এসো যুবরাজ, ম্লান হয়ে কেন
ব'সে আছ একপাশে মুখে কথা নেই,
হাসি নেই, নির্বাপিতপ্রায়। এসো পান
করি আনন্দ-সলিল।

নক্ষত্র রায়। অনেক বিলম্ব
হয়ে গেছে। আমি বলি, আজ থাক্। কাল
পূজা হবে।

রঘুপতি। বিলম্ব হয়েছে বটে। রাত্রি
শেষ হয়ে আসে।

নক্ষত্র রায়। ওই শোনো পদধ্বনি।

নক্ষত্র রায়। ওই শোনো, ওই দেখো আলো।

রঘুপতি। সংবাদ পেয়েছে রাজা। আর তবে
এক পল দেরি নয়। জয় মহাকালী।

[খড়্গ উত্তোলন

গোবিন্দমাণিক্য ও প্রহরীগণের দ্রুত প্রবেশ। রাজার নির্দেশক্রমে প্রহরীর দ্বারা রঘুপতি ও নক্ষত্র রায় ধৃত হইল

গোবিন্দমাণিক্য। নিয়ে যাও কারাগারে, বিচার হইবে।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বিচার-সভা

গোবিন্দমাণিক্য, নক্ষত্র রায়, সভাসদগণ ও প্রহরীগণ

গোবিন্দমাণিক্য। (রঘুপতিকে) আর কিছু বলিবার আছে?

রঘুপতি। কিছু নাই।

গোবিন্দমাণিক্য। অপরাধ করিছ স্বীকার?

রঘুপতি। অপরাধ?
অপরাধ করিয়াছি বটে। দেবীপূজা
করিতে পারিনি শেষ,—মোহে মূঢ় হয়ে
বিলম্ব করেছি অকারণে। তার শাস্তি
দিতেছেন দেবী, তুমি উপলক্ষ শুধু।

গোবিন্দমাণিক্য। শুন সর্বলোক, আমার নিয়ম এই—
পবিত্র পূজার ছলে দেবতার কাছে
যে মোহান্ধ দিবে জীব-বলি, কিংবা তারি
করিবে উদ্যোগ, রাজ-আজ্ঞা তুচ্ছ করি',
নির্বাসনদণ্ড তার প্রতি। রঘুপতি,
অষ্টবর্ষ নির্বাসনে করিবে যাপন;
তোমারা আসিবে রেখে সৈন্য চারিজন

রঘুপতি। দেবী ছাড়া এ-জগতে
এ জানু হয়নি নত আর কারো কাছে।
আমি বিপ্র তুমি শূদ্র, তবু জোড় করে
নতজানু আজ আমি প্রার্থনা করিব
তোমা কাছে, দুইদিন দাও অবসর
শ্রাবণের শেষ দুইদিন। তার পরে
শরতের প্রথম প্রত্যূষে—চ'লে যাব
তোমার এ অভিশপ্ত দগ্ধ রাজ্য ছেড়ে
আর ফিরাব না মুখ।

গোবিন্দমাণিক্য। দুই দিন দিনু
অবসর।

রঘুপতি। মহারাজ রাজ-অধিরাজ,
মহিমাসাগর তুমি কৃপা-অবতার।
ধূলির অধম আমি, দীন অভাজন।

[প্রস্থান

গোবিন্দমাণিক্য। নক্ষত্র, স্বীকার করো অপরাধ তব।

নক্ষত্র রায়। মহারাজ, দোষী আমি। সাহস না হয়
মার্জনা করিতে ভিক্ষা। [পদতলে পতন

গোবিন্দমাণিক্য। বলো, তুমি কার
মন্ত্রণায় ভুলে' এ কাজে দিয়েছ হাত?
স্বভাবকোমল তুমি, নিদারুণ বুদ্ধি
এ তোমার নহে।

নক্ষত্র রায়। আর কারে দিব দোষ।
লব না এ পাপমুখে আর কারো নাম।

পাপমন্ত্রণায় আপনি ভুলেছি। শত
দোষ ক্ষমা করিয়াছ নির্বোধ ভ্রাতার,
আরবার ক্ষমা করো।

গোবিন্দমাণিক্য। নক্ষত্র, চরণ
ছেড়ে ওঠো, শোনো কথা! ক্ষমা কি আমার
কাজ। বিচারক আপন শাসনে বদ্ধ,
বন্দী হতে বেশি বন্দী। এক অপরাধে
দণ্ড পাবে একজনে, মুক্তি পাবে আর
এমন ক্ষমতা নাই বিধাতার, আমি
কোথা আছি!

সকলে। ক্ষমা করো, ক্ষমা করো প্রভু।
নক্ষত্র তোমার ভাই।

গোবিন্দমাণিক্য। স্থির হও সবে।
ভাই বন্ধু কেহ নাহি মোর, এ আসনে
যত ক্ষণ আছি। প্রমাণ হইয়া গেছে
অপরাধ। ছাড়ায়ে ত্রিপুররাজ্যসীমা
ব্রহ্মপুত্র নদীতীরে, আছে রাজগৃহ
তীর্থস্নানতরে, সেথায় নক্ষত্র রায়
অষ্ট বর্ষ নির্বাসন করিবে যাপন।

প্রহরীগণ নক্ষত্রকে লইয়া যাইতে উদ্যত।
রাজার সিংহাসন হইতে অবরোহণ।

দিয়ে যাও বিদায়ের আলিঙ্গন। ভাই,
এ দণ্ড তোমার শুধু একেলার নহে,

সূচিকণ্টকিত হয়ে বিঁধিবে আমায়।
রহিল তোমার সাথে আশীর্বাদ মোর;
যত দিন দূরে র'বি রাখিবেন তোরে
দেবগণ।

[নক্ষত্রের প্রস্থান

(সভাসদগণের প্রতি) সভাগৃহ ছেড়ে যাও সবে,
ক্ষণেক একেলা র'ব আমি। [সকলের প্রস্থান

দ্রুত নয়ন রায়ের প্রবেশ

নয়ন রায়। মহারাজ;
সমূহ বিপদ।

গোবিন্দমাণিক্য। রাজা কি মানুষ নহে।
হায় বিধি, হৃদয় তাহার গড়ো নি কি
অতি দীন দরিদ্রের সমান করিয়া।
দুঃখ দিবে সবার মতন, অশ্রুজল
ফেলিবার অবসর দিবে না কি শুধু।
কিসের বিপদ, ব'লে যাও শীঘ্র করি।

নয়ন রায়। মোগলের সৈন্য সাথে আসে চাঁদপাল,
নাশিতে ত্রিপুরা।

গোবিন্দমাণিক্য। এ নহে নয়নরায়
তোমার উচিত। শত্রু বটে চাঁদপাল,
তাই ব'লে তার নামে হেন অপবাদ?

নয়ন রায়। অনেক দিয়েছ দণ্ড হীন অধীনেরে।
আজ এই অবিশ্বাস সব চেয়ে বেশি।
শ্রীচরণচ্যুত হয়ে আছি, তাই ব'লে
গিয়েছি কি এত অধঃপাতে।

গোবিন্দমাণিক্য। ভালো ক'রে
বলো আরবার, বুঝে দেখি সব।

নয়ন রায়। যোগ
দিয়ে মোগলের সাথে চাহে চাঁদপাল
তোমারে করিতে রাজ্যচ্যুত।

গোবিন্দমাণিক্য তুমি কোথা
পেলে এ সংবাদ।

নয়ন রায়। যেদিন আমারে প্রভু
নিরস্ত্র করিলে, অস্ত্রহীন লাজে, চলে
গেনু দেশান্তরে ;—শুনিলাম আসামের
সাথে মোগলের বাধিছে বিবাদ ; তাই
চলেছিনু সেথাকার রাজসন্নিধানে
মাগিতে সৈনিকপদ। পথে দেখিলাম
আসিছে মোগল সৈন্য ত্রিপুরার পানে
সঙ্গে চাঁদপাল। সন্ধানে জেনেছি তার
অভিসন্ধি। ছুটিয়া এসেছি রাজপদে।

গোবিন্দমাণিক্য। সহসা এ কী হোলো সংসারে, হে বিধাত।
শুধু-দুই চারি দিন হোলো ধরণীর
কোনখানে ছিদ্রপথ হয়েছে বাহির,
সমুদয় নাগবংশ রসাতল হতে
উঠিতেছে চারি দিকে পৃথিবীর 'পরে,
পদে পদে তুলিতেছে ফণা। এসেছে কি
প্রলয়ের কাল। এখন সময় নহে
বিস্ময়ের। সেনাপতি, লহ সৈন্যভার।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মন্দির-প্রাঙ্গণ

জয়সিংহ ও রঘুপতি

রঘুপতি। গেছে গর্ব, গেছে তেজ, গেছে ব্রাহ্মণত্ব।
ওরে বৎস, আমি তোর গুরু নহি আর।
কাল আমি অসংশয়ে করেছি আদেশ
গুরুর গৌরবে, আজ শুধু সানুনয়ে
ভিক্ষা মাগিবার মোর আছে অধিকার।
অন্তরেতে সে দীপ্তি নিভেছে, যার বলে
তুচ্ছ করিতাম আমি ঐশ্বর্যের জ্যোতি,
রাজার প্রতাপ। নক্ষত্র পড়িলে খসি'
তার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর মাটির প্রদীপ।
তাহারে খুঁজিয়া ফিরে পরিহাসভরে
খদ্যোত ধূলির মাঝে, খুঁজিয়া না পায়।
দীপ প্রতিদিন নেবে, প্রতিদিন জ্বলে,
বারেক নিবিলে তারা চির-অন্ধকার।
আমি সেই চিরদীপ্তিহীন; সামান্য এ
পরমায়ু, দেবতার অতি ক্ষুদ্র দান,
ভিক্ষা মেগে লইয়াছি তারি দুটো দিন
রাজদ্বারে নতজানু হয়ে। জয়সিংহ,
সেই দুই দিন যেন ব্যর্থ নাহি হয়।
সেই দুই দিন যেন আপন কলঙ্ক
ঘুচায়ে মরিয়া যায়। কালামুখ তার
রাজরক্তে রাঙা ক'রে ডুবে যায় যেন।

বৎস, কেন নিরুত্তর। গুরুর আদেশ
নাহি আর ; তবু তোরে করেছি পালন
আশৈশব, কিছু নহে তার অনুরোধ ?
নহি কি রে আমি তোর পিতার অধিক
পিতৃবিহীনের পিতা ব'লে। এই দুঃখ,
এত করে স্মরণ করাতে হোলো। কৃপা-
ভিক্ষা সহ্য হয় ভালবাসা ভিক্ষা করে
যে অভাগ্য, ভিক্ষুকের অধম ভিক্ষুক
সে যে। বৎস, তবু নিরুত্তর ? জানু তবে
আর বার নত হোক। কোলে এসেছিল
যবে, ছিল এতটুকু, এ জানুর চেয়ে
ছোটো, তার কাছে নত হোক জানু। পুত্র,
ভিক্ষা চাই আমি।

জয়সিংহ। পিতা, এ বিদীর্ণ বুকে,
আর হানিয়ো না বজ্র। রাজরক্ত চাহে
দেবী, তাই তারে এনে দিব। যাহা চাহে
সব দিব। সব ঋণ শোধ ক'রে দিয়ে
যাব। তাই হবে। তাই হবে।

[প্রস্থান

রঘুপতি। তবে তাই
হোক। দেবী চাহে, তাই ব'লে দিস। আমি
কেহ নই। হায় অকৃতজ্ঞ, দেবী তোর
কী করেছে। শিশু কাল হতে দেবী তোরে
প্রতিদিন করেছে পালন ? রোগ হোলে

মিটায়েছে জ্ঞানের পিপাসা? অবশেষে
এই অকৃতজ্ঞতার ব্যথা নিয়েছে কি
দেবী বুক পেতে। হায় কলিকাল। থাক্।

তৃতীয় দৃশ্য

প্রাসাদ-কক্ষ

গোবিন্দমাণিক্য

নয়ন রায়ের প্রবেশ

নয়ন রায়। বিদ্রোহী সৈনিকদের এনেছি ফিরায়ে,
যুদ্ধসজ্জা হয়েছে প্রস্তুত। আজ্ঞা দাও
মহারাজ, অগ্রসর হই—আশীর্বাদ
করো—

গোবিন্দমাণিক্য। চলো সেনাপতি, নিজে আমি যাব
রণক্ষেত্রে।

নয়ন রায়। যতক্ষণ এ দাসের দেহে
প্রাণ আছে, তত ক্ষণ মহারাজ, ক্ষান্ত
থাকো, বিপদের মুখে গিয়ে—

গোবিন্দমাণিক্য। সেনাপতি,
সবার বিপদ-অংশ হতে মোর অংশ
নিতে চাই আমি। মোর রাজ-অংশ সব
চেয়ে বেশি। এসো সৈন্যগণ, লহ মোরে
তোমাদের মাঝে। তোমাদের নৃপতিরে

দূর সিংহাসনচূড়ে নির্বাসিত ক'রে
সমর-গৌরব হতে বঞ্চিত কোরো না।

চরের প্রবেশ

চর। নির্বাসন-পথ হতে লয়েছে কাড়িয়া
কুমার নক্ষত্র রায়ে মোগলের সেনা ;
রাজপদে বরিয়াছে তাঁরে। আসিছেন
সৈন্য লয়ে রাজধানী পানে।

গোবিন্দমাণিক্য। চুকে গেল
আর ভয় নাই। যুদ্ধ তবে গেল মিটে।

প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। বিপক্ষশিবির হতে পত্র আসিয়াছে।

গোবিন্দমাণিক্য। নক্ষত্রের হস্তলিপি। শান্তির সংবাদ
হবে বুঝি।—এই কি স্নেহের সম্ভাষণ।
এ তো নহে নক্ষত্রের ভাষা। চাহে মোর
নির্বাসন, নতুবা ভাসাবে রক্তস্রোতে
সোনার ত্রিপুরা—দগ্ধ ক'রে দিবে দেশ,
বন্দী হবে মোগলের অন্তঃপুরতরে
ত্রিপুর-রমণী ?—দেখি, দেখি, এই বটে
তার লিপি। "মহারাজ নক্ষত্রমাণিক্য"
মহারাজ! দেখো দেখো সেনাপতি—এং দেখো
রাজদণ্ডে নির্বাসিত দিয়াছে রাজারে

নয়ন রায়। নির্বাসন! এ কী স্পর্ধা। এখনো তো যুদ্ধ
শেষ হয় নাই

গোবিন্দমাণিক্য। এ তো নহে মোগলের
দল। ত্রিপুরার রাজপুত্র রাজা হোতে
করিয়াছে সাধ, তার তরে যুদ্ধ কেন।

নয়ন রায়। রাজ্যের মঙ্গল—

গোবিন্দমাণিক্য। রাজ্যের মঙ্গল হবে?
দাঁড়াইয়া মুখোমুখি দুই ভাই হানে
ভ্রাতৃবক্ষ লক্ষ্য ক'রে মৃত্যুমুখী ছুরি—
রাজ্যের মঙ্গল হবে তাহে? রাজ্যে শুধু
সিংহাসন আছে,—গৃহস্থের ঘর নেই,
ভাই নেই, ভ্রাতৃত্ববন্ধন নেই হেথা?
দেখি দেখি আরবার—এ কি তার লিপি।
নক্ষত্রের নিজের রচনা নহে। আমি
দস্যু আমি দেবদ্বেষী, আমি অবিচারী,
এ রাজ্যের অকল্যাণ আমি! নহে, নহে,
এ তার রচনা নহে।—রচনা যাহারি
হোক, অক্ষর তো তারি বটে। নিজ হস্তে
লিখেছে তো সেই। যে-সর্পেরি বিষ হোক,
নিজের অক্ষর-মুখে মাখায়ে দিয়েছে—
হেনেছে আমার বুকে।—বিধি, এ তোমার
শাস্তি,—তার নহে। নির্বাসন! তাই হোক
তার নির্বাসনদণ্ড তার হয়ে আমি
নীরবে বিনম্রশিরে করিব বহন।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মন্দির। বাহিরে ঝড়

পূজোপকরণ লইয়া রঘুপতি

রঘুপতি। এতদিনে, আজ বুঝি জাগিয়াছ দেবী!
ওই রোষ-হুহুংকার! অভিশাপ হাঁকি
নগরের 'পর দিয়া ধেয়ে চলিয়াছ
তিমিররূপিণী। ওরা ওই বুঝি তোর
প্রলয়-সঙ্গিনীগণ দারুণ ক্ষুধায়
প্রাণপণে নাড়া দেয় বিশ্বমহাতরু!
আজ মিটাইব তোর দীর্ঘ উপবাস।
ভক্তেরে সংশয়ে ফেলি' এত দিন ছিলি
কোথা দেবী। তোর খড়্গ তুই না তুলিলে
আমরা কি পারি। আজ কী আনন্দ, তোর
চণ্ডীমূর্তি দেখে। সাহসে ভরেছে চিত্ত,
সংশয় গিয়েছে; হতমান নতশির
উঠেছে নূতন তেজে। ওই পদধ্বনি
শুনা যায়, ওই আসে তোর পূজা। জয়
মহাদেবী।

অপর্ণার প্রবেশ

দূর হ দূর হ মায়াবিনী,
জয়সিংহে চাস তুই ? আরে সর্বনাশী
মহাপাতকিনী।

[অপর্ণার প্রস্থান

এ কী অকাল-ব্যাঘাত।
জয়সিংহ যদি নাই আসে। কভু নহে।
সত্যভঙ্গ কভু নাহি হবে তার।—জয়
মহাকালী, সিদ্ধিদাত্রী, জয় ভয়ংকরী।—
যদি বাধা পায়—যদি ধরা পড়ে শেষে—
যদি প্রাণ যায় তার প্রহরীর হাতে ?
জয় মা অভয়া, জয় ভক্তের সহায়।
জয় মা জাগ্রত দেবী, জয় সর্বজয়া !
ভক্ত-বৎসলার যেন দুর্নাম না রটে
এ সংসারে, শত্রুপক্ষ নাহি হাসে যেন
নিঃশঙ্ক কৌতুকে। মাতৃ-অহংকার যদি
চূর্ণ হয় সন্তানের, মা বলিয়া তবে
কেহ ডাকিবে না তোরে। ওই পদধ্বনি।
জয়সিংহ বটে। জয় নৃমুণ্ডমালিনী,
পাষণ্ডদলনী মহাশক্তি।

জয়সিংহের দ্রুত প্রবেশ

জয়সিংহ,—
রাজরক্ত কই।

জয়সিংহ। আছে আছে। ছাড়ো মোরে।
নিজে আমি করি নিবেদন। রাজরক্ত
চাই তোর, দয়াময়ী, জগৎপালিনী
মাতা? নহিলে কিছুতে তোর মিটিবে না
তৃষা? আমি রাজপুত, পূর্ব পিতামহ
ছিল রাজা, এখনো রাজত্ব করে মোর
মাতামহবংশ—রাজরক্ত আছে দেহে।
এই রক্ত দিব। এই যেন শেষরক্ত
হয় মাতা, এই রক্তে শেষ মিটে যেন
অনন্ত পিপাসা তোর, রক্ততৃষাতুরা।

[বক্ষে ছুরি বিদ্ধন

রঘুপতি। জয়সিংহ! জয়সিংহ! নির্দয়, নিষ্ঠুর!
এ কী সর্বনাশ করিলি রে। জয়সিংহ,
অকৃতজ্ঞ, গুরুদ্রোহী, পিতৃমর্মঘাতী,
স্বেচ্ছাচারী! জয়সিংহ, কুলিশকঠিন!
ওরে জয়সিংহ মোর একমাত্র প্রাণ,
প্রাণাধিক, জীবন-মন্থন-করা-ধন।
জয়সিংহ, বৎস মোর, হে গুরুবৎসল!
ফিরে আয়, ফিরে আয়, তোরে ছাড়া আর
কিছু নাহি চাহি; অহংকার অভিমান
দেবতা ব্রাহ্মণ সব যাক! তুই আয়!

অপর্ণার প্রবেশ

অপর্ণা। পাগল করিবে মোরে। জয়সিংহ, কোথা
জয়সিংহ।

রঘুপতি। আয় মা অমৃতময়ী। ডাক্
তোর সুধাকণ্ঠে, ডাক্ ব্যগ্রস্বরে, ডাক্
প্রাণপণে! ডাক্ জয়সিংহে! তুই তারে
নিয়ে যা মা আপনার কাছে, আমি নাহি
চাহি। [অপর্ণার মূর্ছা
(প্রতিমার পদতলে মাথা রাখিয়া)
ফিরে দে, ফিরে দে, ফিরে দে, ফিরে দে!

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রাসাদ

গোবিন্দমাণিক্য ও নয়ন রায়

গোবিন্দমাণিক্য। এখনি আনন্দধ্বনি। এখনি পরেছে
দীপমালা নির্লজ্জ প্রাসাদ। উঠিয়াছে
রাজধানী-বহির্দ্বারে বিজয়-তোরণ
পুলকিত নগরের আনন্দ-উৎক্ষিপ্ত
দুই বাহুসম। এখনো প্রাসাদ হতে
বাহিরে আসিনি—ছাড়ি নাই সিংহাসন।
এত দিন রাজা ছিনু—কারো কি করিনি
উপকার। কোনো অবিচার করি নাই
দূর? কোনো অত্যাচার করিনি শাসন?
ধিক ধিক নির্বাসিত রাজা। আপনারে
আপনি বিচার করি আপনার শোকে

আপনি ফেলিস অশ্রু।

মর্ত্যরাজ্য গেল,

আপনার রাজা তবু আমি। মহোৎসব

হোক আজি অন্তরের সিংহাসনতলে।

গুণবতীর প্রবেশ

গুণবতী। প্রিয়তম, প্রাণেশ্বর, আর কেন নাথ।

এইবার শুনেছ তো দেবীর নিষেধ।

এসো প্রভু, আজ রাত্রে শেষ পূজা ক'রে

রামজানকীর মতো যাই নির্বাসনে।

গোবিন্দমাণিক্য। অয়ি প্রিয়তমে, আজি শুভদিন মোর।

রাজ্য গেল, তোমারে পেলাম ফিরে। এসো

প্রিয়ে, যাই দোঁহে দেবীর মন্দিরে, শুধু

প্রেম নিয়ে, শুধু পুষ্প নিয়ে, মিলনের

অশ্রু নিয়ে, বিদায়ের বিশুদ্ধ বিষাদ

নিয়ে, আজ রক্ত নয়, হিংসা নয়।

গুণবতী। ভিক্ষা

রাখো নাথ।

গোবিন্দমাণিক্য। বলো দেবী।

গুণবতী। হোয়ো না পাষাণ।

রাজগর্ব ছেড়ে দাও। দেবতার কাছে

পরাভব না মানিতে চাও যদি, তবু

আমার যন্ত্রণা দেখে গলুক হৃদয়।

তুমি তো নিষ্ঠুর কভু ছিলেনাকো প্রভু,

কে তোমারে করিল পাষাণ।

আমার সৌভাগ্য হতে লইল কাড়িয়া।
করিল আমারে রাজাহীন রানী।

গোবিন্দমাণিক্য। প্রিয়ে,
আমারে বিশ্বাস করো একবার শুধু,
না বুঝিয়া বোঝো মোর পানে চেয়ে। অশ্রু
দেখে বোঝো, আমারে যে ভালবাসো, সেই
ভালবাসা দিয়ে বোঝো,—আর রক্তপাত
নহে। মুখ ফিরায়ো না দেবী, আর মোরে
ছাড়িয়ো না, নিরাশ কোরো না আশা দিয়ে।
যাবে যদি মার্জনা করিয়া যাও তবে।

[গুণবতীর প্রস্থান

গেলে চলি'! কী কঠিন নিষ্ঠুর সংসার।—
ওরে কে আছিস।—কেহ নাই? চলিলাম।
বিদায় হে সিংহাসন। হে পুণ্য প্রাসাদ,
আমার পৈতৃক ক্রোড়, নির্বাসিত পুত্র
তোমারে প্রণাম ক'রে লইল বিদায়।

তৃতীয় দৃশ্য

অন্তঃপুর-কক্ষ

গুণবতী

গুণবতী। বাজা' বাদ্য বাজা' আজ রাত্রে পূজা হবে,
আজ মোর প্রতিজ্ঞা পুরিবে। আন্ বলি।

শুনিবিনে ? আমি কেহ নই ? রাজ্য গেছে
তাই ব'লে এতটুকু রানী বাকি নেই
আদেশ শুনিবে যার কিংকর-কিংকরী ?
এই নে কঙ্কণ, এই নে হীরার কণ্ঠী—
এই নে যতেক আভরণ। ত্বরা ক'রে
কর্ গিয়ে আয়োজন, দেবীর পূজার।
মহামায়া, এ দাসীরে রাখিয়ো চরণে।

চতুর্থ দৃশ্য

মন্দির

রঘুপতি

রঘুপতি। দেখো, দেখো, কী ক'রে দাঁড়ায়ে আছে, জড়
পাষাণের স্তূপ, মূঢ় নির্বোধের মতো।
মূক, পঙ্গু, অন্ধ ও বধির ! তোরি কাছে
সমস্ত ব্যথিত বিশ্ব কাঁদিয়া মরিছে !
পাষাণ চরণে তোর, মহৎ হৃদয়
আপনারে ভাঙিছে আছাড়ি'। হা হা হা হা।
কোন্ দানবের এই ক্রূর পরিহাস
জগতের মাঝখানে রয়েছে বসিয়া।
মা বলিয়া ডাকে যত জীব—হাসে তত
ঘোরতর অট্টহাস্যে নির্দয় বিদ্রূপ।
দে ফিরায়ে জয়সিংহে মোর। দে ফিরায়ে।
দে ফিরায়ে রাক্ষসী পিশাচী। (নাড়া দিয়া)

শুনিতে কি
পাস। আছে কর্ণ? জানিস কী করেছিস।
কার রক্ত করেছিস পান? কোন্ পুণ্য-
জীবনের? কোন্ স্নেহদয়াপ্রীতিভরা
মহা হৃদয়ের?
থাক্ তুই চিরকাল,
এই মতো—এই মন্দিরের সিংহাসনে,
সরল ভক্তির প্রতি গুপ্ত উপহাস।
দিব তোর পূজা প্রতিদিন, পদতলে
করিব প্রণাম, দয়াময়ী মা বলিয়া
ডাকিব তোমারে। তোর পরিচয় কারো
কাছে নাহি প্রকাশিব, শুধু ফিরায়ে দে
মোর জয়সিংহে।—কার কাছে কাঁদিতেছি!
তবে দূর, দূর দূর, দূর ক'রে দাও
হৃদয়-দলনী পাষাণীরে। লঘু হোক
জগতের বক্ষ।

[দূরে গোমতীর জলে প্রতিমা নিক্ষেপ

মশাল লইয়া বাদ্য বাজাইয়া গুণবতীর প্রবেশ

গুণবতী। জয় জয় মহাদেবী।
দেবী কই।
রঘুপতি। দেবী নাই।
গুণবতী। ফিরাও দেবীরে
গুরুদেব, এনে দাও তাঁরে, রোষ শান্তি
করিব তাঁহার। আনিয়াছি মা'র পূজা।

রাজা পতি সব ছেড়ে পালিয়াছি শুধু
প্রতিজ্ঞা আমার। দয়া করো, দয়া ক'রে
দেবীরে ফিরায়ে আনো শুধু আজি এই
একরাত্রি তরে। কোথা দেবী।

রঘুপতি। কোথাও সে
নাই। উর্ধ্বে নাই, নিম্নে নাই, কোথাও সে
নাই, কোথাও সে ছিল না কখনো।

গুণবতী। প্রভু,
এইখানে ছিল না কি দেবী।

রঘুপতি। দেবী বলো
তারে? এ সংসারে কোথাও থাকিত দেবী
—তবে সেই পিশাচীরে দেবী বলা কভু
সহ্য কি করিত দেবী। মহত্ত্ব কি তবে
ফেলিত নিষ্ফল-রক্ত হৃদয় বিদারি'
মূঢ় পাষাণের পদে। দেবী বলো তারে?
পুণ্য-রক্ত পান ক'রে, সে মহারাক্ষসী
ফেটে মরে গেছে।

গুণবতী। গুরুদেব, বধিয়ো না
মোরে। সত্য ক'রে বলো আরবার। দেবী
নাই?

রঘুপতি। নাই।

গুণবতী। দেবী নাই?

রঘুপতি। নাই।

গুণবতী। দেবী নাই?
তবে কে রয়েছে।

রঘুপতি। কেহ নাই। কিছু নাই।

গুণবতী। নিয়ে যা, নিয়ে যা পূজা। ফিরে যা, ফিরে যা।
বল্ শীঘ্র কোন্ পথে গেছে মহারাজ।

অপর্ণার প্রবেশ

অপর্ণা। পিতা।

রঘুপতি। জননী, জননী, জননী আমার।
পিতা! এ তো নহে ভর্ৎসনার নাম। পিতা!
মা জননী, এ পুত্রঘাতীরে পিতা ব'লে
যে-জন ডাকিত, সেই রেখে গেছে ওই
সুধামাখা নাম তোর কণ্ঠে, এইটুকু
দয়া ক'রে গেছে। আহা, ডাক্ আরবার।

অপর্ণা। পিতা, এসো এ মন্দির ছেড়ে যাই মোরা।

পুষ্প-অর্ঘ্য লইয়া গোবিন্দমাণিক্যের প্রবেশ

গোবিন্দমাণিক্য। দেবী কই।

রঘুপতি। দেবী নাই।

গোবিন্দমাণিক্য। এ কি রক্তধারা।

রঘুপতি। এই শেষ পুণ্য রক্ত এ পাপ-মন্দিরে!
জয়সিংহ নিবায়েছে নিজ রক্ত দিয়ে
হিংসারক্ত-শিখা!

গোবিন্দমাণিক্য। ধন্য ধন্য জয়সিংহ,
এ পূজার পুষ্পাঞ্জলি সঁপিনু তোমারে।

গুণবতী। মহারাজ।

গোবিন্দমাণিক্য। প্রিয়তমে।

গুণবতী। আজ দেবী নাই—
তুমি মোর একমাত্র রয়েছ দেবতা। [প্রণাম

গোবিন্দমাণিক্য। গেছে পাপ। দেবী আজ এসেছে ফিরিয়া
আমার দেবীর মাঝে।

অপর্ণা। পিতা চলে এসো।

রঘুপতি। পাষাণ ভাঙিয়া গেল,—জননী আমার
এবারে দিয়াছে দেখা প্রত্যক্ষ প্রতিমা।
জননী অমৃতময়ী।

অপর্ণা। পিতা চলে এসো।

পরিশিষ্ট

[শান্তিনিকেতনে বিসর্জন অধ্যাপনাকালে কথিত]

"বিসর্জন" এই নাটকের নামকরণ কোন্ ভাবকে অবলম্বন করে হয়েছে। আমরা দেখতে পাই যে নাটকের শেষে রঘুপতি প্রতিমা বিসর্জন দিলেন, এই বাইরের ঘটনা ঘটল। কিন্তু এই নাটকে এর চেয়েও মহত্তর আরেক বিসর্জন হয়েছে। জয়সিংহ তার প্রাণ বিসর্জন দিয়ে রঘুপতির মনে চেতনার সঞ্চার করে দিয়েছিল।

সুতরাং প্রতিমা-বিসর্জন এই নাটকের শেষ কথা নয় কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা হোলো জয়সিংহের আত্মত্যাগ—কারণ তখনই রঘুপতি সুস্পষ্টভাবে এই সত্যকে অনুভব করতে পারল যে প্রেম হিংসার পথে চলে না, বিশ্বমাতার পূজা প্রেমের দ্বারাই হয়। এই মৃত্যুতে সে বুঝতে পারল যে সে যা হারাল তা কত মূল্যবান। ছাগশিশুর পক্ষে প্রাণ কত সত্য জিনিস সে কথা অপর্ণাই বুঝেছিল কিন্তু রঘুপতির পক্ষে তা বুঝতে সময় লেগেছিল—সে প্রিয়জনকে নিদারুণভাবে হারিয়ে তার পর অনুভব করতে পারল যে প্রাণের মূল্য কত বেশি, তাকে আঘাত করলে তার মধ্যে কত বেদনা।

এই নাটকে বরাবর এই দুটি ভাবের মধ্যে বিরোধ বেধেছে—প্রেম আর প্রতাপ। রঘুপতির প্রভুত্বের ইচ্ছার সঙ্গে গোবিন্দমাণিক্যের প্রেমের শক্তির দ্বন্দ্ব বেধেছিল। রাজা প্রেমকে জয়ী করতে চান, রাজপুরোহিত নিজের প্রভুত্বকে। নাটকের শেষে রঘুপতিকে হার মানতে হয়েছিল। তার চৈতন্য হোলো, বোঝবার বাধা দূর হোলো, প্রেম হোলো জয়যুক্ত।

নাটকের প্রথম অঙ্কে প্রথমেই দেখা দিলেন রানী গুণবতী। তাঁর সন্তান হয়নি ব'লে সন্তানলাভ করবার আকাঙ্ক্ষা দেবীকে জানাতে মন্দিরে এসেছেন। তিনি দেবীকে বললেন, "আমাকে দয়া করে সন্তান দাও। আমার সব আছে দাস দাসী প্রজা কিছুর অভাব নেই কিন্তু আমার তপ্ত

হয়েছে। আমি এমন এক জনকে পেতে চাই যার প্রতি প্রেম আমার নিজের প্রাণের চেয়ে বেশি হবে। শিশু তো একটুকু প্রাণের কণিকা কিন্তু তাকে স্নেহ করবার জন্য মার প্রাণ ব্যাকুল হয়ে আছে। তাকে জন্ম দিয়ে বাঁচিয়ে তুলে সে তার প্রতি তার সমস্ত সঞ্চিত ভালোবাসা অর্পণ করবে।"

নাটকের গোড়াটা গুণবতীর এই ব্যাকুল প্রার্থনা দিয়ে আরম্ভ হয়েছে কেন।

তার কারণ হচ্ছে প্রথমেই এই কথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে একটুখানি যে প্রাণ, প্রেমের কাছে তার মূল্য কত বেশি। একদিকে রানী মানত করছেন যে বিশ্বমাতার কাছে ছাগশিশু বলি দেবেন, অন্যদিকে তিনি সে বলির পরিবর্তে একটুকু প্রাণের কণার জন্য তাঁর হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত ভালোবাসাটুকু ভোগ করতে চান। এক দিকে তিনি প্রাণহানির বিষয়ে সম্পূর্ণ অন্ধ অন্য দিকে প্রাণের প্রতি প্রাণের মমতা যে কত বড়ো জিনিস তা বুঝেছেন। সুতরাং রানীর মনে এক জায়গায় প্রাণের জন্য প্রাণের ব্যাকুলতা দেখা দিয়েছে, তিনি জানছেন ভালোবাসা এত প্রগাঢ় হোতে পারে যে তার জন্য লোকে নিজের প্রাণকেও তুচ্ছ করে; আবার অপর পক্ষে অসহায় প্রাণীদের প্রাণের ক্রন্দন তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করেনি।

তার পর প্রথম অঙ্কে অপর্ণা এল সেই কথাটাই বোঝাতে। সে বললে, "তুমি যদি এক দিক দিয়ে বুঝতে পেরেছ যে প্রাণের আদর কতখানি, তুমি যদি মা হয়ে প্রাণকে লালনপালন করবার জন্য ব্যাকুল হয়েছ, আর তার জন্য বিশ্বমাতার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছ—তবে কেন অন্য প্রাণকে বলি দিয়ে এই উদ্দেশ্য সাধন করতে চাও। বিশ্বমাতা কি প্রাণকে বোঝেন না, তিনি কি প্রাণী হত্যায় খুশি হন। যদি তিনি তা বোঝেন তবে কেমন করে এ ভিক্ষা তাঁর কাছে করছ।" মায়ের ভিতর দিয়ে প্রাণের মমতা কী করে বিশ্বে প্রকাশ পায় অপর্ণা প্রথম

দৃশ্যে সেই কথাটা ব'লে গেল। গুণবতী সন্তান পাবার জন্য একশত ছাগ বলি দিতে চান, তিনি এত প্রাণের অপচয় করতে রাজি আছেন,—অথচ চিন্তা করে দেখলেন না যে এই ভিক্ষার মধ্যে কতখানি নিষ্ঠুরতা আছে।

প্রাণের মূল্য কত গভীর এক দল সে কথা বুঝেছে,অন্য দল তা বোঝে নি—তাই দুই দলে বিরোধ বাধল। গুণবতী ও রঘুপতি এক দিকে এবং গোবিন্দমাণিক্য, জয়সিংহ ও অপর্ণা অন্য দিকে।

জয়সিংহ রঘুপতিকে পিতার মতো ভক্তি করত, সে বাল্যকাল থেকে মন্দিরের সকল অনুষ্ঠান ও পশুবলি দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তাই, যেখানে ভালোবাসা সেখানে রক্তপাত চলে না—এই উপলব্ধি তার মনে সম্পূর্ণরূপে স্থান পেতে দেরি হয়েছিল। অপর্ণার ক্রন্দনেই প্রথমে তার পূর্ব বিশ্বাস সম্বন্ধে সংশয় হোতে শুরু হোলো। গোবিন্দমাণিক্য এই পশু বলির মধ্যে লিপ্ত ছিলেন না কিন্তু জয়সিংহ শিশুকাল থেকে রঘুপতির কাছে মানুষ হয়েছে—যখন তার বিচার করবার শক্তি জন্মায়নি তখন থেকে এই রক্তপাত দেখে দেখে তার অভ্যাস হয়ে গেছে। তাই তার মনে দুই ভাবের বিরোধ উপস্থিত হোলো—রঘুপতির প্রতি ভক্তি ও বলির জন্য চিরাভ্যাসের জড়তা। এই অভ্যাসের কঠিন বন্ধন তার মনকে কতকটা অসাড় করে দিয়েছিল অথচ সে ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারছিল যে কত বড়ো অন্যায়কে সে সমর্থন করে এসেছে।

অপর্ণা এসে জয়সিংহের মনকে চঞ্চল করে দিল। যে জীবকে অপর্ণা কোলে করে পালন করেছে তারই রক্তধারা মন্দিরের সোপান বেয়ে পড়েছে, এই দৃশ্য দেখে সে কেঁদে উঠল। জয়সিংহের মন তাতে নাড়া খেল, সে প্রতিমার দিকে ফিরে বললে, "এ কি তোমার মায়া। এই হত্যায় মানুষের প্রাণ কেঁদে উঠছে আর তুমি বিশ্বজননী হয়ে এতে সায় দিচ্ছ, তোমার কি দয়া নেই।" জয়সিংহের মন প্রথার

ছিল, সে এই প্রথম আঘাত পেল, তারপর ক্রমে তার মনের মধ্যে এই সংগ্রাম বর্ধিত আকার ধারণ করল। দুই শক্তি জয়সিংহকে দুই দিক হতে আকর্ষণ করতে লাগল। এক দিকে অপর্ণা তাকে মন্দির ত্যাগ করতে বলছে, অপর দিকে রঘুপতি তাকে মন্দিরের সীমানায় রাখতে চায়।

রঘুপতির মনে দয়ামায়া নেই, সে নিষ্ঠুর প্রথাকে পালন করে এসেছে এবং এমনিভাবে শক্তিলাভ করে বড়ো হয়ে উঠছে। সে দেবীর সেবক বলে লোকের কাছে সম্মান ও প্রতিপত্তি পেয়ে এসেছে। সে জয়সিংহকে তার স্বপক্ষে আনতে চায়, মন্দিরের প্রথার গণ্ডির মধ্যে বাঁধতে চায়। কিন্তু অপর্ণা আরেক বিরুদ্ধ শক্তি নিয়ে জয়সিংহের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। সে বললে, "এই নির্দয় পূজার মধ্যে তুমি বাস কোরো না তুমি মন্দির ত্যাগ করে বেরিয়ে এসো।" জয়সিংহের মনে তখন বিরোধ বেধে গেল। এক দল লোক বাহ্য শক্তি ও প্রাচীন প্রথাকে চিরন্তন করে রাখতে চায়—অন্য দল বলছে প্রেমই সব চেয়ে বড়ো জিনিস। জয়সিংহ এই দোটানার মাঝখানে পড়ল এবং কোন্‌টা শ্রেষ্ঠ পথ তা চিন্তা করে বার করবার চেষ্টা করতে লাগল।

রঘুপতি পণ্ডিত, বৃদ্ধ, সম্মানিত ও শক্তিশালী আর অপর্ণা বালিকা, ভিখারিনী ও সমাজে অখ্যাত। কিন্তু যে শক্তি এই নাটকে জয়ী হয়েছে অপর্ণা তাকেই প্রকাশ করছে। বাইরে থেকে তাকে দুর্বল ব'লে মনে হয় কিন্তু কার্যত তারই জয় হোলো। অথচ রঘুপতি শক্তিশালী—তার দিকে শাস্ত্রমত, দেশাচার, লোকমত সব রয়েছে। কিন্তু ক্ষুদ্র বালিকার বেশে সত্য প্রেমের দ্বার দিয়ে মন্দিরে প্রবেশ ক'রে বিশ্বমাতার মূর্তিটিকে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে গেল। প্রেমের সৈন্যসামন্ত অর্থপ্রতিপত্তি কিছুই নেই—কিন্তু হৃদয়ের গোপন দুর্গে তার শক্তি সঞ্চিত হোতে থাকে।

১৩২৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[library stamp]